উদ্ভাবনী উদ্যোগ তথ্য কণিকা

২০১৮-২০১৯

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা পরিষদঃ

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার
সচিব

নাসরীন আক্তার চৌধুরী
চীফ ইনোভেশন অফিসার ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)

জনাব মোঃ আফজাল হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

তথ্য কণিকা প্রকাশনা কমিটিঃ

বেগম ফারহানা হক উপসচিব	আহবায়ক
বেগম আইরীন ফারজানা উপসচিব	সদস্য
প্রকৌশলী মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
জনাব মোঃ আব্দুল কাদের সিনিয়র সহকারী প্রধান	সদস্য

প্রকাশকাল
জুন ২০১৯

প্রকাশনায় ও মুদ্রণ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd

প্রচ্ছদ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইউনিট
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ**	
	১.০ প্রেক্ষাপট	১
	১.১ ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ উদ্বোধন	১
	১.২ ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ এর বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন গুলো পরিদর্শন	২
	১.৩ ইনোভেশন শোকেসিং এবং শ্রেষ্ঠ ইনোভেটর পুরস্কার প্রদান ২০১৯	৩
	১.৪ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবর বিষয়ক কর্মশালা (একদিন, দুইদিন এবং পাঁচদিন)	৪
	১.৫ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমুহ (২০১৮-১৯)	
	১.৫.১ উদ্ভাবনঃ "বিদেশ প্রশিক্ষণের অনলাইন আবেদন"	৫
	১.৫.২ উদ্ভাবনঃ "পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আইসিটি সমস্যার অভিযোগ"	১০
২.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন**	
২.১	**সমবায় অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমুহ (২০১৮-২০১৯)**	১৪
	২.১.১ উদ্ভাবন উদ্যোগ অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা (ON LINE OFFICE MANAGEMENT)	১৪
	২.১.২ উদ্ভাবন উদ্যোগ "সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন "	১৫
	২.১.২.১ কাশিমপুর বাঁধ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লি:	১৮
	২.১.২.২ হাড়িভাসা ইউনিয়ন পানচাষী কৃষক সমবায় সমিতি লি:	১৯
	২.১.২.৩ কৃষ্টি কৃষক সমবায় সমিতি লি:	২০
	২.১.২.৪ গলেহা ঐক্য কল্যাণ কৃষক সমবায় সমিতি লি:	২১
	২.১.৩ উদ্ভাবন উদ্যোগ "সমবায় সমিতির হিসাব সংরক্ষণ ও অডিট কার্যক্রম সহজীকরণ (পাইলটিং)"	২৩
	২.১.৪ উদ্ভাবন উদ্যোগ "সমবায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (www.coopmanagedev.com) শীর্ষক একটি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সমবায়ীদের অনলাইন সেবা প্রদান"। (রেপ্লিকেটিং)	২৭
	২.১.৫ উদ্ভাবন উদ্যোগ "প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সফল সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠাকরণ"।	৩১
	২.১.৬ উদ্ভাবন উদ্যোগ "মৎস্যজীবী সমবায়ের জলমহালে অংশগ্রহণে সহায়তা"।	৩৩
২.২	**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)**	
	২.২.১ উদ্ভাবন উদ্যোগ "জনবান্ধব কর্মী সৃষ্টি"	৩৭
	২.২.২ উদ্ভাবন উদ্যোগ "ডিজিটাল ট্রেনিং স্টোর হাউজ (DTSH)"	৩৮
২.৩	**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা**	
	২.৩.১ উদ্ভাবন উদ্যোগ "পল্লী অঞ্চলে উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ"	৪২
	২.৩.২ উদ্ভাবন উদ্যোগ "কল্যাণ ইনকিউবেটর : গ্রামীণ পোলট্রি শিল্প উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নব উদ্যোগ"	৪৬
২.৪	**পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া**	
	২.৪.১ উদ্ভাবন উদ্যোগ "গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক পল্লী জনপদ"	৪৯
২.৫	**বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)**	
	২.৫.১ উদ্ভাবন উদ্যোগ "লিফ ভার্মি কম্পোস্ট সার"	৫৭
২.৬	**ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)**	
	২.৬.১ উদ্ভাবন উদ্যোগ "ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং অফিস অটোমেশন"	৫৮
	২.৬.২ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বৃক্ষরোপন, শাকসবজির বীজ বিতরণ ও শিক্ষা প্রণদনা প্রদানের ব্যবস্থা	৫৯

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২.৭	**পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)**	
	২.৭.১ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ ‘দারিদ্রতা করবো জয়’ মোবাইল অ্যাপ	৬১
২.৮	**বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ**	
	২.৮.১ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ “অন-লাইনের মাধ্যমে মিল্কভিটার পণ্য সহজলভ্য করণ”	৬৫

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১.০ প্রেক্ষাপটঃ সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন টিমসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন-চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে 'ইনোভেশন টিম' গঠনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৩ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ০৫ (পাঁচ) সদস্যের ইনোভেশন টিম ২০১৩ সালে গঠিত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগ বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মুল্যায়ন কাঠামো ২০১৮-২০১৯ কার্যক্রম ৭.২ এ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন/তথ্য কণিকা প্রকাশের নির্দেশনা রয়েছে।

এ বিভাগের সকল দপ্তর/সংস্থা হতে নাগরিক কে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। সেবাগুলো আরে সহজে, দ্রুত সময়ে ও কম খরচে নাগরিককে প্রদানের জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন/ইনোভেশন করা হয়েছে। নাগরিক ঘরে থেকে যেন সেবা গ্রহণ করতে পারে এবং সেবা জনগনের দোঁড় গোড়াতে পৌঁছে দিয়ে আমার গ্রাম আমার শহর বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইসতেহারে ২০১৮ তে উল্লেখ করেছে। গত ০৯ মে ২০১৯ তারিখে সিরর্ডাপ, ঢাকাতে এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার ২৬টি উদ্ভাবন/ইনোভেশন শোকেসিং করা হয়েছে। শোকেসিং এ ৪টি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবন/ইনোভেশন কে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ তথ্য কণিকাতে বিস্তারিত প্রকাশ করা হলো।

* বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮তে বর্ণিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, সরকারের অন্যান্য নীতিমালা ও কৌশলপত্র ইত্যাদির আলোকে প্রণীত।

১.১ ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ উদ্বোধনঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর সহযোগীতায় ইনোভেশন শোকেসিং এবং শ্রেষ্ঠ ইনোভেটর পুরস্কার প্রদান ২০১৯ অনুষ্ঠানের "ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের রুটিন দায়িত্বে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার, মহাপরিচালক (সচিব), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর; জনাব শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান, মহাপরিচালক, বঙ্গাবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড); ইনোভেশন শোকেসিং

২০১৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান) জনাব আফজাল হোসেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের রুটিন দায়িত্বে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন।

ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ।

১.২ ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ এর বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন গুলো পরিদর্শন করা হচ্ছে।

সমবায় অধিদপ্তরের ইনোভেশন উপস্থাপনা করছে ইনোভেটর

বিআরডিবির ইনোভেশন উপস্থাপনা করছে বিআরডিবির ইনোভেটর

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ইনোভেশন উপস্থাপন করছেন।

বার্ড, কুমিল্লার ইনোভেটর তাঁর ইনোভেশন উপস্থাপনা করছেন।

আরডিএ বগুড়ার ইনোভেশন উপস্থাপনা করছেন ইনোভেটর।

সমবায় অধিদপ্তরের ইনোভেটর তাঁর ইনোভেশন উপস্থাপনা করছে।

১.৩ ইনোভেশন শোকেসিং এবং শ্রেষ্ঠ ইনোভেটর পুরস্কার প্রদান ২০১৯

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর সহযোগীতায় ইনোভেশন শোকেসিং এবং শ্রেষ্ঠ ইনোভেটর পুরস্কার প্রদান ২০১৯ অনুষ্ঠানের “শ্রেষ্ঠ ইনোভেটর পুরস্কার প্রদান ২০১৯” এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের রুটিন দায়িত্বে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. এম মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড); জনাব মোহাম্মাদ পারভেজ হাসান, লোকাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট (উপসচিব), এটুআই প্রোগ্রাম; ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ এ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার ২৬ টি ইনোভেশন শোকেসিং করা হয়। শোকেসিং হতে ৪টি শ্রেষ্ঠ ইনোভেশন কে পুরস্কার প্রদান করা হয়। আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক ইনোভেশন - গ্রামীন জনগোষ্ঠির জীবমান উন্নয়নে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক পল্লী জনপদ – ১ম স্থান; সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ইনোভেশন - অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা – ২য় স্থান; বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক ইনোভেশন - ইউনিয়ন পরিষদের অফিস ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ – ৩য় স্থান; এসএফডিএফ কর্তৃক ইনোভেশন – ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় সম্পর্কিত অফিস আটোমেশন কার্যক্রম – ৪র্থ স্থান।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ এর ১ম পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

সমবায় অধিদপ্তর ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ এর ২য় স্থান অর্জন করায় পুরস্কার গ্রহণ করছে।

বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক ইনোভেশন - ইউনিয়ন পরিষদের অফিস ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ – ৩য় স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ করছে।

এসএফডিএফ কর্তৃক ইনোভেশন – ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় সম্পর্কিত অফিস আটোমেশন কার্যক্রম – ৪র্থ স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ করছে।

১.৪ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবর বিষয়ক কর্মশালা (একদিন, দুইদিন এবং পাঁচদিন)

১.৪.১ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা (এক দিনব্যাপী):

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণরত

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

১.৪.২ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা (দুই দিনব্যাপী) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লা:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লাতে ০৩ মে ২০১৯ তারিখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই দিনব্যাপী (০৩ মে থেকে ০৪ মে ২০১৯) পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা সহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্মশালা প্রশিক্ষক সহ বার্ড,কুমিল্লার অন্যান্য অনুষদ সদস্যগণ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা (দুই দিনব্যাপী) প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

১.৪.৩ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা (পাঁচ দিনব্যাপী) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়া:

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) ও এটুআই এর যৌথ উদ্যোগ আয়োজিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের “নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন” বিষয়ক কর্মশালার সমাপনী ও সনদপত্র বিতারণ অনুষ্ঠান

আরডিএ, বগুড়াতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পাঁচ দিনব্যাপি নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া বক্তব্য রাখছেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পাঁচ দিনব্যাপি নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদপত্র গ্রহণ করছেন প্রশিক্ষণার্থী।

১.৫ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমুহ (২০১৮-১৯)

১.৫.১ উদ্ভাবনঃ “বিদেশ প্রশিক্ষণের অনলাইন আবেদন”

উদ্যোগটি গ্রহণ করার মাধ্যমে কী সমস্যা সমাধান করা হয়েছে?

- বিদেশ প্রশিক্ষণে আবেদনকারীর ডাটাবেইজ, বায়োডাটা সহ দ্রুত সময়ে বিদেশ প্রশিক্ষণের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। ই নথির সাথে ইন্ট্রিগ্রেট করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কীভাবে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে?

- অনলাইন সফটওয়ার তৈরির মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে।

কী কী ফলাফল তৈরী হয়েছে?

- আবেদনকারীর ডাটাবেইজ, বায়োডাটা সহ দ্রুত সময়ে বিদেশ প্রশিক্ষণের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

অনলাইনের মাধ্যমে বিদেশ প্রশিক্ষণের আবেদন করার জন্য যে কোন ব্রাউজার-এর এড্রেস বার-এ https://www.ftraining.rdcd.gov.bd লিখে কি-বোর্ডের enter বাটনে প্রেস করলে নিম্নের পেইজটি খুলবে।

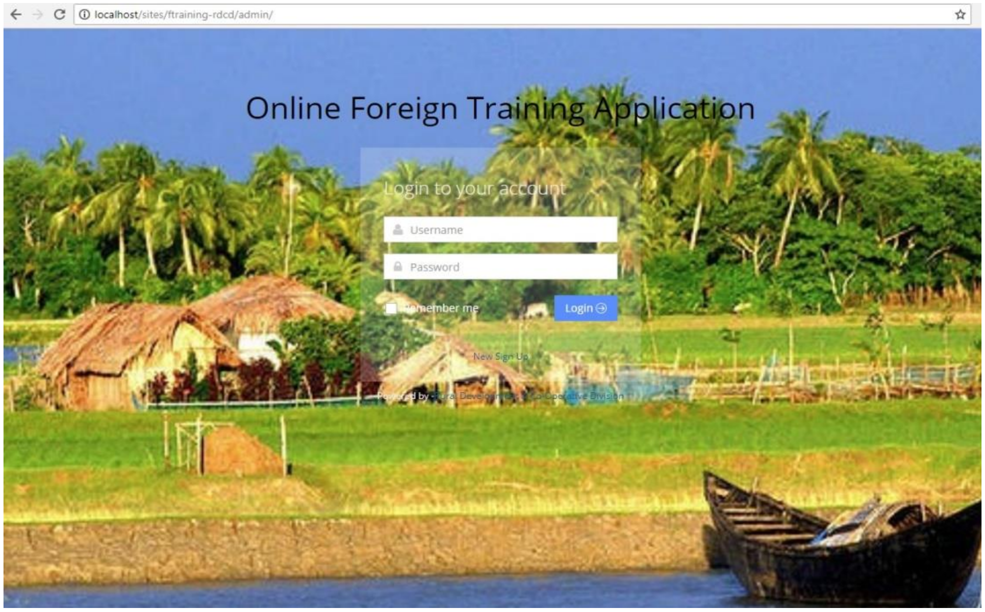

চিত্র-১

লগইন পেইজঃ চিত্র-১ এর পেইজটি **Login form** । এই পেইজ-এ কোন admin/user তাদের user name এবং password দিয়ে লগইন করে সফটওয়্যারটিতে ঢুকতে পারবেন। তবে প্রথমে একজন নতুন user –কে **Registration Form** পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

Registration Form:

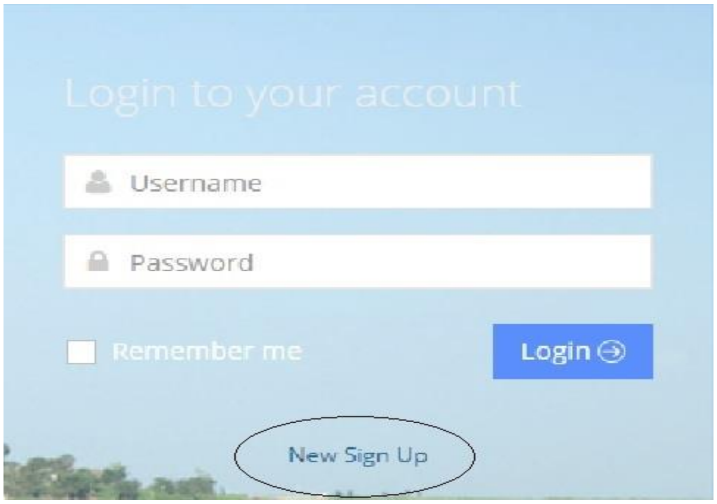

চিত্র-২

Registration form-এ যাওয়ার জন্য কোন user কে চিত্র-২ এ মার্ক করা **New Sign Up** এর উপর মাউস রেখে left button ক্লিক করতে হবে। New Sign Up এ ক্লিক করার সাথে সাথে নিম্নের পেইজটি দেখা যাবে।

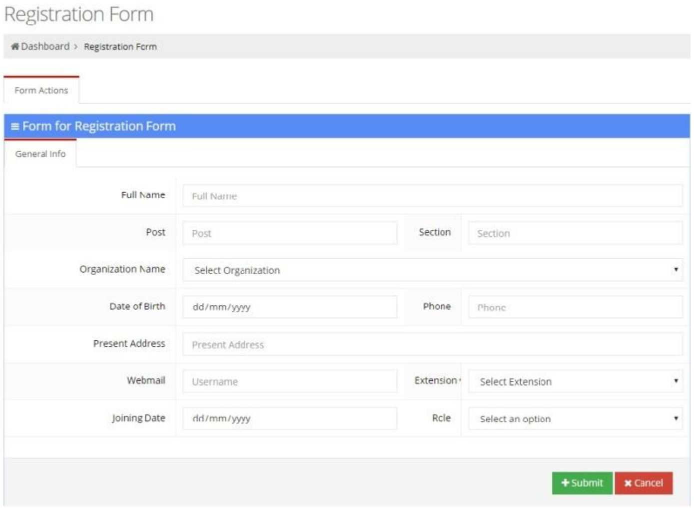

চিত্র-৩: Registration Form

চিত্র-৩ টি হল Registration Form। এই পেইজ এ কোন নতুন user তার General Information (Name, Post, Section, Organization Name, Date of Birth, Phone, Present Address, Webmail, Webmail Extension, Joining Date) দিয়ে **Submit** বাটনে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

Admin Panel

Admin Panel থেকে কোন admin user লগইন করলে নিম্নের পেইজটি দেখাবে।

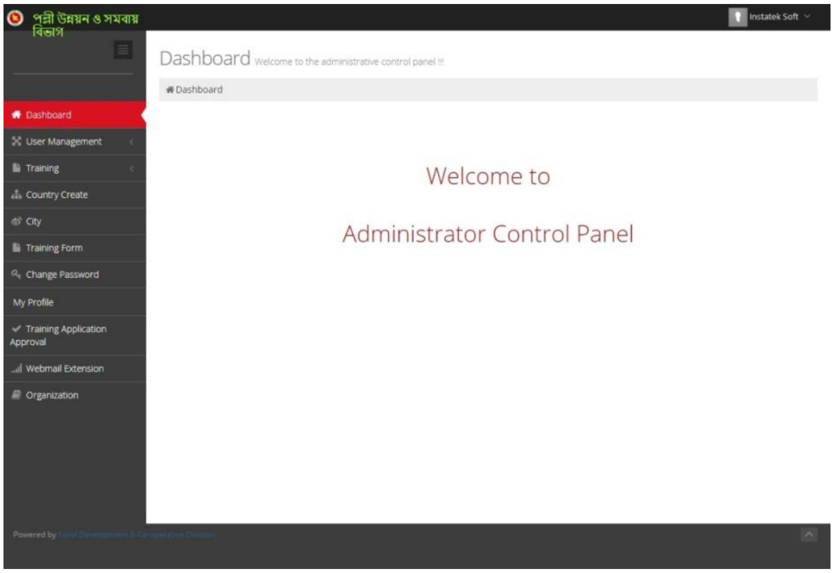

চিত্র-৪: Dashboard

Dashboard-এর বামপাশে মেন্যুগুলো আছে। কিছু কিছু মেন্যুর আবার সাবমেন্যু আছে।

Menu	Submenu
User Management	User & Permission
Training	Training Category
	New Training
Country Create	-
City	-
Training Form	-
Change Password	-
My Profile	-
Training Application Approval	-
Webmail Extension	-
Organization	-

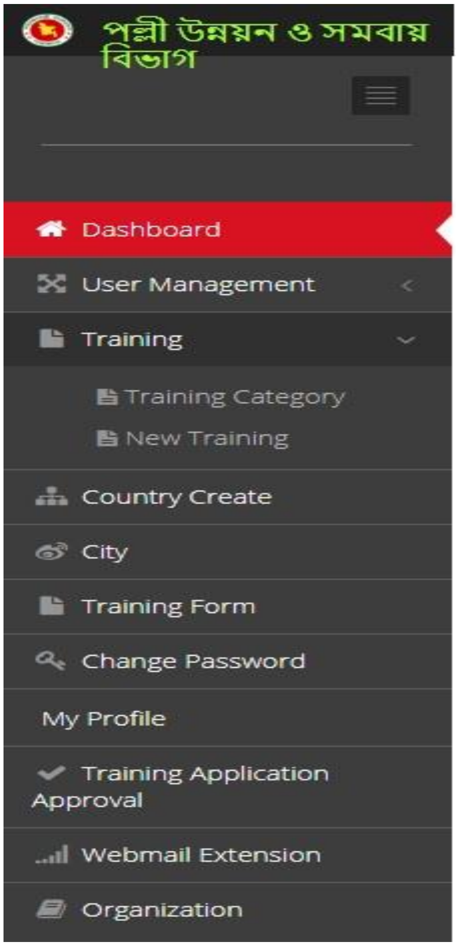

চিত্র-৫: Menu

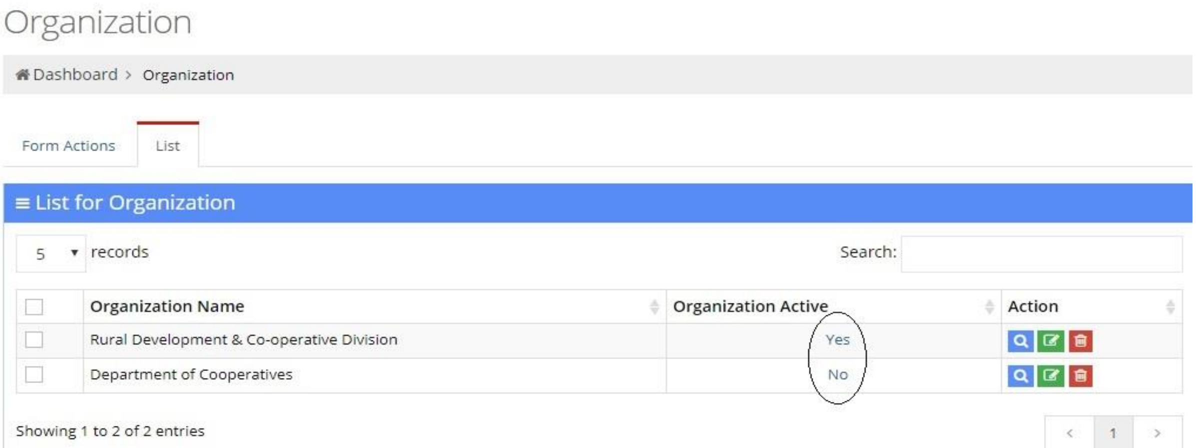

চিত্র-৬ : Organization List

চিত্র-৬-এ List এর মধ্যে সকল সংরক্ষিত Organization এর নামগুলো দেখা যাচ্ছে। এখানে **Organization Active** নামক একটি কলাম রয়েছে। এর কাজ হল কোন organization-কে যদি আমরা active/inactive করতে চাই তাহলে ঐ নির্দিষ্ট Organization এর Organization Active কলামের Yes/ No লিখা লিংকের উপর ক্লিক করতে হবে। যদি লিখাটি Yes থাকে তার মানে ওই Organization টি active, No থাকলে inactive। যেমনঃ চিত্রের প্রথমটি active, দ্বিতীয়টি inactive।

Training:

মেন্যু থেকে Training এ ক্লিক করলে তা expand হবে। Training এর দুটি সাবমেন্যু রয়েছে- একটি Training Category এবং অপরটি New Training। যখন আমাদের বিভাগ অথবা এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কোন বিদেশ ভ্রমণ/ প্রশিক্ষণ/ সেমিনারের জন্য চিঠি/রিপোর্ট ইস্যু হয় তখন Admin User ওই বিদেশ প্রশিক্ষণের চিঠির যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এই ফর্মে দিয়ে দিবেন। যার ফলে অন্য সকল user অনলাইনের মাধ্যমে এই সফটওয়্যারে প্রবেশ করলে ঐ বিদেশ প্রশিক্ষণ সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং apply করতে পারবেন।

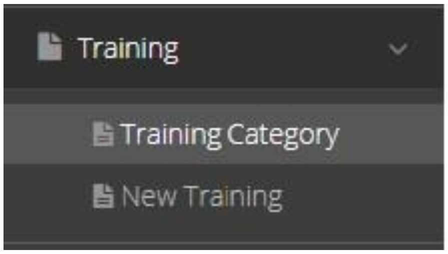

চিত্র-৭ : Training

উদ্ভাবন উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নামঃ

প্রকৌশলী মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী, সিষ্টেম এনালিষ্ট
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
system.analyst@rdcd.gov.bd

আফরিন মোহাম্মদ আঁখি
সহকারী প্রোগ্রামার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
asst.prog@rdcd.gov.bd

আশিক ফরহাদ তিলক
সহকারী প্রোগ্রামার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
asst.prog1@rdcd.gov.bd

১.৫.২ উদ্ভাবনঃ "পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আইসিটি সমস্যার অভিযোগ"

উদ্যোগটি গ্রহণ করার মাধ্যমে কী সমস্যা সমাধান করা হয়েছে?

- দ্রুত সময়ে আইসিটি সমস্যার সমাধান, কাগজ ও প্রিন্টারের ব্যবহার কমেছে। সমস্যা সমাধানে ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

কীভাবে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে?

- অনলাইন সফটওয়ার তৈরির মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে।

কী কী ফলাফল তৈরী হয়েছে?

- কত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করা হলো তার তথ্য রাখা হচ্ছে। আইসিটি ইউনিটের কাজের বিবরণ থাকছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ওয়েবসাইটের অভ্যন্তরীণ ই-সেবা-তে উল্লেখিত "আইসিটি সমস্যার অভিযোগ" কলামে ক্লিক করলে এ বিভাগের অনলাইন আইসিটি সাপোর্ট সিস্টেম সফটওয়ারে প্রবেশ করা যাবে।

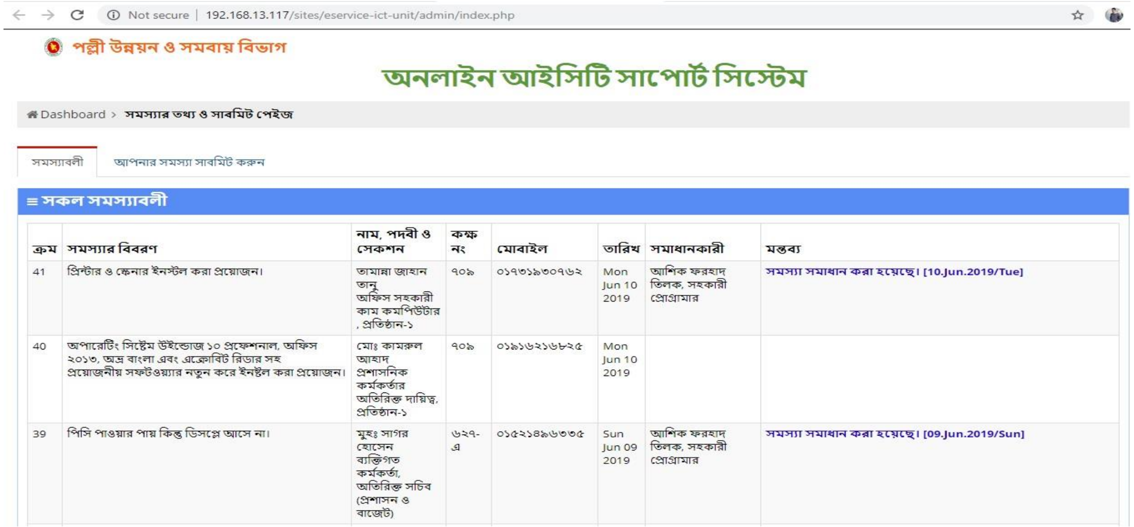

চিত্র-১: সমস্যাবলী পেইজ

চিত্র-১ এর ন্যায় আইসিটি ইউনিটে আগত বিভিন্ন শাখার আইসিটি বিষয়ক সমস্যাবলী দেখা যাবে। যদি সমস্যাটি আইসিটি ইউনিট কর্তৃক সমাধান করা হয়ে থাকে তাহলে সমাধানকারীর নাম, পদবী এবং মন্তব্য লিখে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। যদি কোন শাখা হতে আইসিটি বিষয়ক নতুন সমস্যার চাহিদা প্রদান করার প্রয়োজন হয় তাহলে “আপনার সমস্যা সাবমিট করুন” ট্যাব-এ ক্লিক করতে হবে।

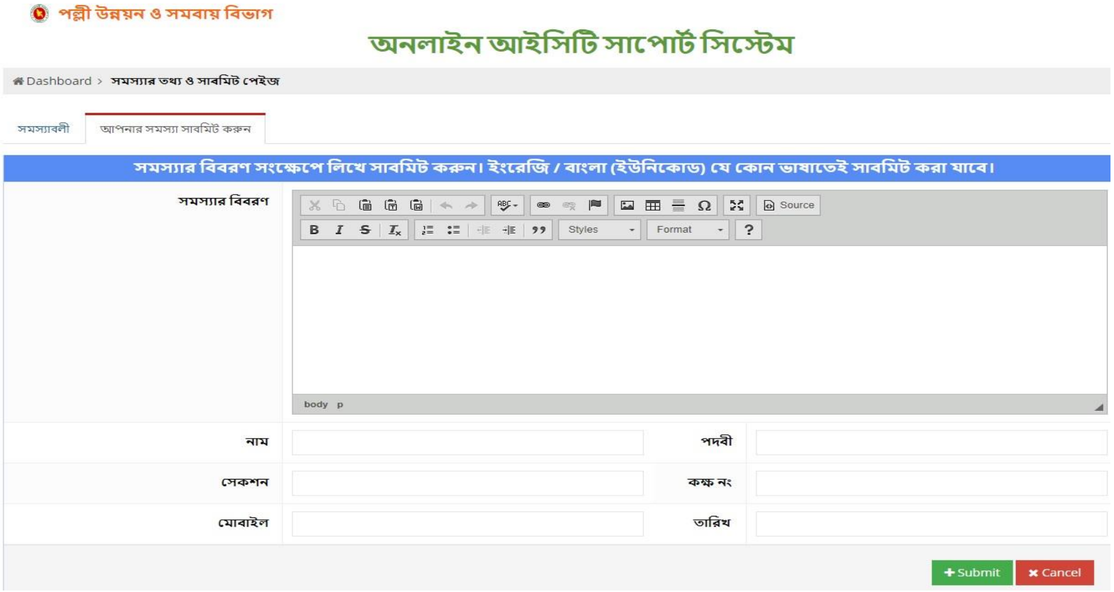

চিত্র-২: আপনার সমস্যা সাবমিট করুন পেইজ

“আপনার সমস্যা সাবমিট করুন” পেইজে শাখা ভিত্তিক আইসিটি সমস্যার বিবরণ সংক্ষেপে লিখে সাবমিট করতে হবে।

উদ্ভাবন উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নামঃ

প্রকৌশলী মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী
সিস্টেম এনালিষ্ট
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী
উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
system.analyst@rdcd.gov.bd

আফরিন মোহাম্মদ আঁখি
সহকারী প্রোগ্রামার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী
উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
asst.prog@rdcd.gov.bd

আশিক ফরহাদ তিলক
সহকারী প্রোগ্রামার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী
উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
asst.prog1@rdcd.gov.bd

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন

দপ্তর/ সংস্থা উদ্ভাবনী উদ্যোগ

সমবায় অধিদপ্তর

২.১ সমবায় অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ (২০১৮-২০১৯)

২.১.১ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা (ON LINE OFFICE MANAGEMENT)

উদ্যোগটি গ্রহণ করার মাধ্যমে কী সমস্যা সমাধান করা হয়েছে?

(ক) কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায় সমিতির স্মার্ট ও হালনাগাদ ডাটাবেইজ তৈরী ও ব্যবস্থাপনা

(খ) অনলাইনে অফিস হাজিরা, ছুটি ব্যবস্থাপনা, ভ্রমন ব্যবস্থাপনা, সমবায় সমিতির অডিট ব্যবস্থাপনা, কার্যকর/অকার্যকর সমিতির তথ্য, সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে অনলাইনে তাৎক্ষনিক যোগাযোগের সুবিধা

(গ) অনলাইনে রির্টান দাখিল

(ঘ) চাহিদা মোতাবেক যে কোন রিপোর্ট জেনারেট করা

(ঙ) অনলাইনে রেকর্ড সংরক্ষণ/সংশোধন/যাচাই

(চ) স্মার্ট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আবেদন প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তি

কীভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে?

সকল জেলা উপজেলার কার্যক্রম স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য একটি ওয়েব বেইজ ও ডাইনামিক সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে, যার ডোমেইন এড্রেস www.coopdhaka.gov.bd.

- সিষ্টেমটি সরকারী আর্কিটেকচারের যে কোন সফটওয়্যার আওর সাথে সমন্বয়যোগ্য।

- সিষ্টেমটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে হোষ্টিং করা আছে।

কী কী ফলাফল তৈরী হয়েছে?

(ক) বিভাগের সকল জেলাও উপজেলার প্রায় ৮৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বিভাগের আওতাধীন প্রায় ৩৫ হাজার সমবায় সমিতির প্রায় ১০ লক্ষ সমবায়ী উপকৃত হচ্ছে।

(খ) বিভাগের কর্মকান্ড স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হয়েছে এবং দ্রুত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে।

(গ) সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সময়,খরচ ও যাতায়ত পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কম হয়েছে।

উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের নাম,পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নাম:

জেবুন নাহার, উপনিবন্ধক(প্রশাসন), বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ

২.১.২ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ "সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন "

পটভূমি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্দ্যোগে রংপুর বিভাগের "এসোড" ট্রেনিং সেন্টারে ০৫(পাঁচ) দিন ব্যাপী "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহন করি। উক্ত কর্মশালায় সমবায় অধিদপ্তরের সেবা সমূহ পর্যালোচনা এবং মাঠ পর্যায়ের পঞ্চগড় সদর উপজেলায় যোগদানের পর অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই, পঞ্চগড় সদর উপজেলায় মোট ৩১৪টি সমবায় সমিতির মধ্যে মাত্র ১৪৮টি কার্যকর। অর্থাৎ ৫৩% সমিতি অকার্যকর। আবার কার্যকর ১৪৮টি সমিতির মধ্যে টেকসই বা "এ" গ্রেডের সমিতির সংখ্যা খুবই নগণ্য। এছাড়াও কার্যকর ১৪৮টি সমিতির মধ্যে হয়তো আগামী বছরে অনেকগুলো সমিতি অকার্যকর হয়ে যাবে। কাজেই কেন সমবায় সমিতিগুলো টেকসই হচ্ছেনা তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন অকার্যকর সমিতির প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিবিড় আলোচনাক্রমে বিভিন্ন সমস্যার বিষয়গুলো জানতে পারি। যা নিম্নরুপ:

ক) মাঠ পর্যায়ে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র অপ্রতুলতা থাকায় অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করা; (প্রতি উপজেলা/জেলায় ৯৯% ভাগ ক্ষেত্রে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র একজনের নিকট কক্ষিগত থাকে বিধায় তিনি রেকর্ডপত্রের মূল্য ১০ থেকে ১০০ গুন পর্যন্ত বেশী মূল্য নেন);

(খ) সমিতির উদ্দোক্তাগণের সমবায় আইন, বিধি, নিবন্ধন নীতিমালা এবং নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রস্তুত করার বিষয়ে অজ্ঞতা থাকায় দালালের সহযোগীতা নেয়ার ফলে (ক) অধিক সময় ব্যয় হয় (১ থেকে ৩ মাস), (খ) অপ্রত্যাশিত অর্থ ব্যয় (বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৫,০০০.০০ থেকে ২০,০০০.০০ টাকা) (গ) অধিক যাতায়াত (১৫ থেকে ২০ বার) যাতায়াত করতে হয়;

গ) মধ্যসত্ত্বভোগী/দালালদের দৌরাত্ব;

ঘ) সেবা গ্রহিতার সমবায় সংক্রান্ত প্রকৃত ধারনার অভাব;

(ঙ) পেশা অনুযায়ী সমিতির সদস্যগণ তাদের পেশার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ না পাওয়া;

(চ) সমিতি গঠনের শুরুতে গণতান্ত্রিক/সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহন মূলক পদ্ধতিতে প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন না হওয়া, সমিতি কি উদ্দ্যেশে গঠিত হচ্ছে তা নির্দিষ্ট না থাকা, সমিতির উপ-আইনে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সমূহ কতদিনে বাস্তবায়ন করবে তা নির্দিষ্ট না থাকা, উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হওয়া এবং সমিতির লভ্যাংশ বিতরণের সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকা; এবং

(ছ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/জনপ্রতিনিধিদের সমবায় সমিতি সর্ম্পকে প্রকৃত ধারণা না থাকা।

উল্লিখিত সমস্যা ও টেকসই করণের জন্য নিম্নরুপভাবে সমাধান করা হয়েছিলঃ

ক) সেবা গ্রহিতা কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টার হতে অনলাইনে মাধ্যমে অথবা স্ব-শরীরে উপজেলা সমবায় অফিসার বরাবর "সমবায় সমিতি নিবন্ধনের " জন্য আবেদন করা;

খ) প্রাপ্ত আবেদন মোতাবেক উপজেলা সমবায় অফিসার টেলিফোনে সমিতির পেশা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় চেয়াম্যান এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির উদ্দ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা করে ২(দুই) কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের দিন ধার্য করে সকলকেই টেলিফোন ও পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা;

গ) প্রশিক্ষণের নির্ধারিত দিনের শুরুতেই সমিতির শ্রেণী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পেশার সরকারী কর্মকর্তা (কৃষি, প্রাণী সম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিভাগের কর্মকর্তা) কর্তৃক সমিতির সদস্যদের পেশাগত সমস্যার উপর পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

ঘ) নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র বিনামূল্যে সরবরাহ করে উপস্থিত সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতিতে প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, সমিতি কি উদ্দ্যেশে গঠিত হচ্ছে এবং উদ্দ্যেশ্য সমূহ কতদিনে

বাস্তবায়ন করবে, লভ্যাংশ বিতরণের সুস্পষ্ট নীতিমালা নির্দিষ্ট করা এবং সমিতির রেকর্ডপত্র প্রস্তুতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ঙ) সমিতি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রেকর্ডপত্র উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে দাখিল;

চ) উপজেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক সরকারী কর্মসূচী আওতাভুক্ত সমিতি ১ থেকে ২ কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধন প্রদান এবং ই-মেইল/মোবাইল ম্যাসেজ/ টেলিফোনে অবহিত করে অফিস সহায়কের(এম.এল.এস.এস) মাধ্যমে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সমিতিতে পৌছানো। নিবন্ধন পরবর্তী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধন পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান ও সমিতিতে নিয়মিত নিবিড়ভাবে তদারকি করণ;

ছ) অন্যান্য সমিতির ক্ষেত্রে ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ জেলা সমবায় কার্যালয়ে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রেরণ এবং জেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক নিবন্ধন প্রদান। এরপর ই-মেইল/মোবাইল ম্যাসেজ/ টেলিফোনে অবহিত করে অফিস সহায়কের(এম.এল.এস.এস) মাধ্যমে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সমিতিতে পৌছানো। নিবন্ধন পরবর্তী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধন পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান ও সমিতিতে নিয়মিত নিবিড়ভাবে তদারকি করণ;

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে

- নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষনের ফলে প্রতিটি সমিতির সর্বনিম্ন ৪৮ থেকে সর্বোচ্চ ১৪১ জন কৃষক তাদের কৃষি বিষয়ক সমস্যা উপর পরামর্শ এবং বিনামূল্যে মেডিসিন/তিল/টমোটো চারা ও অন্যান্য সামগ্রী পেয়েছেন, এতে করে অন্যরা আগ্রহী হচেছন;
- সমিতির সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত শস্য সমিতির মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে বিক্রি করায় বর্তমানে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন, যা সুদুর প্রসারী অবদান রাখবে;
- নিবন্ধনের পূর্বে সর্বমোট ২৪২৬ জন কৃষক নিজেদের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ গ্রহন করায় (২৪২৬জন X ৩০০.০০ টাকা) =৭,২৭,৮০০.০০ টাকা করে সমবায় বিভাগের অনুরুপভাবে কৃষি বিভাগের ৭,২৭,৮০০.০০ টাকা সাশ্রয় হয়েছে, এতে করে বিভিন্ন বিভাগের প্রশিক্ষণের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে;
- সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৬০০ জন এবং সমিতির প্রকল্পের কাজ করার জন্য প্রায় ৭০০০ জনের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ৭৬০০ জনের জীবন মানের পরিবর্তন এনেছে;
- সমিতির অফিস ঘরসহ অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, সে কারণে সমিতিগুলো টেকসই হবে;
- যেখানে বিদ্যমান সেবা ব্যবস্থায় পঞ্চগড় সদর উপজেলার ৩১৪টি নিবন্ধিত সমিতির বছরে ৫০/৬০ জন সদস্য প্রশিক্ষন পান, সেখানে অত্র প্রকল্প গ্রহণ করায় এবং নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় ২৪২৬জন সদস্যই সমবায় কি? সমবায় আইন, বিধি ও সমিতি পরিচালনার নিয়মাবলী সর্ম্পকে অবহিত হয়েছেন।
- সেবাগ্রহিতার দোড়গোড়ায় প্রশিক্ষন অনুষ্ঠান আয়োজন করায় একদিকে সেবাগ্রহিতার সময়, ব্যয় ও যাতায়াত দৃশ্যমান সাশ্রয় হয়েছে। অন্যদিকে একই অনুষ্ঠানে অন্য সরকারী বিভাগের সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন।
- সমবায় সমিতি নিবন্ধনে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পভুক্ত সমিতিগুলো নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ পাওয়ায় প্রেক্ষিতে সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং টেকসই দিকে যাচ্ছে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

১। জনাব মানিক হোসেন, সভাপতি, সোনার বাংলা আর্দশ কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ, আমলাহার, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় তিনি জানান তাঁর এক নিকট আত্মীয় অন্য জেলায় একটি সমিতি সমবায় সমিতি নিবন্ধন করাতে প্রায় ৮০,০০০.০০ টাকা খরচ করতে হয়েছিল এবং সময় লেগেছিল প্রায় ২৫ দিন। পরবর্তীতে সমবায় সর্ম্পকে অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় বর্তমানে সমিতিটি চালু নেই। কিন্তু সোনার বাংলা সমবায় সমিতিটি নিবন্ধন

করতে মাত্র ৩৪৫.০০ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়া নিবন্ধনের পূর্বে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়ে বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০০২ জন এবং সমিতির মাধ্যমে প্রায় ১০০ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে । এছাড়াও সমিতির এলাকার সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।

২। জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, গলেহা ঐক্য কল্যাণ কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ, গলেহাবাজার, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়। তিনি জানান, বিগত ১০ বছর আগে কৃষকদের নিয়ে একটি সমিতি করার উদ্যোগ গ্রহন করেন। পরবর্তীতে সমিতিটি নিবন্ধনের জন্য সমবায় বিভাগের দারস্ত হলে বিভিন্ন রেকর্ডপত্র প্রস্তুত এবং ২০,০০০ টাকা অপ্রত্যাশিত ব্যয়ে কারণে তিনি সমিতি করার উদোগ হতে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারেন যে, বর্তমানে সমবায় সমিতি নিবন্ধন সহজ করা হয়েছে। ফলে তিনি আবার উদ্যোগ গ্রহন করে ৩৪৫.০০ টাকা খরচ করে সমিতিটি নিবন্ধন পান। তিনি জানান নিবন্ধন সহজে পাওয়ার চেয়ে তারা নিবন্ধনের পূর্বে যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, অন্যান্য সমিতির চেয়ে তাদের সমিতিটি অনেক উন্নতি করেছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৫৫ জন, তাদের মূলধন ৫২,৩৩,০৮৮.০০ টাকা, সমিতির স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ৪৪ জন এবং বিভিণ্ন প্রকল্পের অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জন। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার ফলে গলেহা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে। খুব সহজে সমবায় সমিতি নিবন্ধন নিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে তাদের দৃশ্যমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হওয়ায় তারা খুব খুশী।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভুতি

টিসিভি

(TCV)			
	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৩০ থেকে ৯০ দিন	২০,০০০/- থেকে ৪০,০০০/- টাকা	১৫ থেকে ২০ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ থেকে ৫ দিন	৩৪৫.০০ টাকা	১ থেকে ২ বার
মোট পার্থক্য	২৯ থেকে ৮৫ দিন কম	১৯,৬৫৫/- থেকে ৩৯,৬৫৫/- টাকা কম	১৪ থেকে ১৯ বার কম

ইনফোগ্রাফিক্স:

২.১.২.১ কাশিমপুর বাঁধ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লি:

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবিঃ

নিবন্ধন নং-৪০,
তারিখ: ১০/৫/১৫

বাধটি নিমার্ণ হলে প্রায় ৭০০ একর জমি স্বল্প মূলে সেচ সুবিধা পাবে এবং বাধ এলাকায় মৎস্য চাষ করে সমিতির সদস্যগণ উপকৃত হবেন।

বতর্মানে ১(এক)জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বাঁধটি নির্মাণ হলে আরো ৫ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান

উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট প্রশ্ন করছেন সমিতির সদস্য

উপজেলা প্রকৌশলী সদস্যের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে উত্তর দিচ্ছেন

কৃষি অফিসারকে প্রশ্ন করছেন সমিতির সদস্য

কৃষি অফিসার সদস্যের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে উত্তর দিচ্ছেন

বিনা মূল্যে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সরবরাহ (ডিসিও)

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবিঃ **<u>২.১.২.২ হাড়িভাসা ইউনিয়ন পানচাষী কৃষক সমবায় সমিতি লি:</u>**

নিবন্ধন নং-৪২,
তারিখ: ১৮/৫/১৫

বতর্মানে সমিতির জন্য ১জনের এবং পান সংগ্রহ ও প্রসেস করার ৩০ জনের কর্মসংস্থানের সৃস্টি হয়েছে। সমিতির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পান বিক্রি করায় সদস্যগণ ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন।

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান

সদস্যদের উৎপাদিত পানের ছবি

সদস্যদের উৎপাদিত পানের ছবি

সমিতির অফিস ঘরের ছবি

বিনা মূল্যে সমিতিকে রেকর্ডপত্র সরবরাহ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবিঃ

২.১.২.৩ কৃষ্টি কৃষক সমবায় সমিতি লি:

নিবন্ধন নং-৪৩,
তারিখ: ১৮/৫/১৫

বতর্মানে সমিতির জন্য ৫জনের এবং তিল সংগ্রহ ও প্রসেস করার প্রায় ৪০/৫০ জনের কর্মসংস্থানের সৃস্টি হয়েছে। সমিতির মাধ্যমে চীনে এ পর্যন্ত ১৮০০ মে:টন তিল রপ্তানি করায় সদস্যগণ ন্যায্য মূল্য পেয়েছেন। এছাড়াও সমিতি একটি ওয়েব সাইড ও ফেসবুক রয়েছে। সদস্য ভর্তি ও হিসাব ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়ার প্রস্তুতের কাজ চলছে।

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান

কৃষি অফিসারসহ তিল ক্ষেতে পরিচর্যা

কৃষিঅফিসার সহ তিল ক্ষেতে পরিচর্যা

সমিতির তিল মেশিন

সমিতির অফিস ঘর

সদস্যদের বিনামূল্যে তিল বিতরণ

বিনা মূল্যে সমিতিকে রেকর্ডপত্র সরবরাহ

২.১.২.৪ গলেহা ঐক্য কল্যাণ কৃষক সমবায় সমিতি লি:

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবিঃ

নিবন্ধন নং-৪১,
তারিখ: ১৮/৫/১৫

বতর্মানে সমিতির জন্য ২জনের এবং টমেটো সংগ্রহ ও প্রসেস করার ১৩৭ (একশত সাইত্রিশ) জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে টমেটো বিক্রি করায় সদস্যগণ ন্যায্য মূল্য পেয়েছেন।

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান

সমিতির উৎপাদিত গ্রীস্মকালীন টমেটো

সমিতির উৎপাদিত গ্রীস্মকালীন টমেটো

সমিতির অফিস ঘর

বিনামূল্যে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সরবরাহ (ইউএনও এবং ডিসিও)

টমোটো প্রসেসিং ও কর্মসংস্থান

টমোটো প্রসেসিং ও কর্মসংস্থান

গলেহা ঐক্য কল্যাণ কৃষক সমবায় সমিতি লি:
নিবন্ধনের পর সমিতিতে গিয়ে সার্টিফিকেট ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র প্রদান

নিবন্ধনের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান

সদস্যদের উৎপাদিত তিল প্রসেসিং

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

১। জনাব মোঃ মামুন কবীর, উপজেলা সমবায় অফিসার, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
২। জনাব মোহাঃ বজলার রশীদ, পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর
৩। জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর
৪। জনাব উত্তম কুমার বর্মন, অফিস সহকারী, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর

২.১.৩ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ সমবায় সমিতির হিসাব সংরক্ষণ ও অডিট কার্যক্রম সহজীকরণ (পাইলটিং)

পটভূমি :

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ : রূপসী পল্লী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ চাঁদপুর সদর উপজেলাধীন একটি সমবায় সমিতি। উল্লেখিত সমিতির সদস্য সংখ্যা এক হাজারের উর্দ্ধে এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় তিন কোটি টাকা। অত্র উপজেলায় রূপসী পল্লী বহুমুখী সমবায় সমিতির মতো আরো ৪০-৪৫টি কার্যকর সমিতি রয়েছে। উল্লেখিত সমিতিগুলোর অধিকাংশের সদস্য সংখ্যা ৫০০-১০০০ জন এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ কোটি টাকার উর্দ্ধে। সমিতিগুলোর বেশিরভাগ সনাতন পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। একত্রে সমিতিগুলোকে ৭-৮টির মতো রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হয়। উল্লেখিত রেজিষ্টারসমূহ লেখা ও সংরক্ষণ করার জন্য প্রায় ৪-৫ জন লোকের প্রয়োজন হয়। উল্লেখিত সমিতির জন্য ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। এছাড়াও হিসাবে ভুল-ত্রুটির পাশাপাশি টেম্পারিং এর সুযোগ থাকে। প্রচলিত পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণের ফলে সমিতির অর্থ ও সময় বেশি ব্যয় হয়। পাশাপাশি সমিতিতে অনিয়ম ও আত্মসাতের সম্ভাবনা থাকে। উপরোক্ত সীমাবদ্ধতার কারনে সমিতিগুলো যথাসময়ে সমিতির অডিট সম্পাদন করতে পারেনা। ফলে সমিতির কার্যক্রমে এক ধরেনের স্থবিরতা দেখা দেয় এবং কাঙ্খিত সফলতা অর্জনও দির্ঘায়িত হয় কিংবা সক্ষম হয়না। উল্লেখিত সমিতিগুলোতে পর্যাপ্ত মূলধন ও সদস্য থাকা স্বত্বেও প্রত্যাশামাফিক সফলতা অর্জন করতে পারেনি। রূপসী পল্লী বহুমুখী সমবায় সমিতিসহ অন্যান্য সমিতির অডিটকালে সমিতির হিসাব সংরক্ষণ ও মনিটরিং কার্যক্রম এর দূর্বলতা এবং অডিট সম্পাদনকালে যথাসময়ে সমিতি কর্তৃক হিসাবপত্র উপস্থাপন করতে না পারার সীমাবদ্ধতাসমূহ পরিলক্ষিত হয়। তৎপেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সমিতির কর্তৃপক্ষ উক্ত সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য একটি টেকসই প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য অনুরোধ করেন।

গৃহিত পদক্ষেপ : সমিতিগুলোর উল্লেখিত দূর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি টেকসই আইডিয়া/উদ্ভাবনের বিষয়ে আমি চিন্তাভাবনা করি। যাতে সমিতিসমূহ স্বল্প সময়ে, কম খরচে ও নির্ভুলভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে এবং পাশাপাশি সমিতির অডিট কার্যক্রম সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। ২০১৬ সালের মে মাসে এটুআই কর্তৃক আয়োজিত ''নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন'' বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে উদ্ভাবনের বিষয়ে ধারনা লাভ করি এবং গন্ডির বাহিরে নতুন কিছু চিন্তা-ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কর্মশালা থেকে ফিরে আমার উদ্ভাবনের বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সাথে আলোচনা এবং সেবা গ্রহীতাদের সাথে মতবিনিময় শেষে সেবা গ্রহীতাদের পরামর্শ মোতাবেক উদ্ভাবনের বিষয়ে সরাসরি সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ শেষে উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রনয়ণ এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।

আইডিয়া বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ:

আইডিয়া বাস্তবায়নে প্রথম ধাপে পাইলটিং সমিতি হিসেবে চাঁদপুর সদর উপজেলাধীন "রূপসী পল্লী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ'' কে বাছাই করা হয়। বাছাই শেষে সমিতির হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি ও মনিটরিং কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং সমিতির লেনদেন উপযোগী সফটওয়্যার তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

আইডিয়াটি নির্বাচন করা যত সহজ ছিল কিন্তু বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি অধিকতর জটিল ও কষ্টসাধ্য। আইডিয়াটি বাস্তবায়নে ধাপটি ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং। পাশাপাশি প্রযুক্তি ব্যবহারের নেতিবাচক মানসিকতাও ছিল অন্যতম বাঁধা। কারণ, সমবায় সমিতিসমূহ দীর্ঘদিন ধরে যে প্রচলিত পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করতো তার উপযোগী সফটওয়্যার তৈরী করা ছিল খুবই জটিল। এছাড়াও সফটওয়্যার এর বিষয়ে আমার ও তেমন অভিজ্ঞতা ছিলনা। এ ধরনের সফটওয়্যার তৈরীর বিষয়ে একাধিক সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কেউ কেউ আবার সফটওয়্যার নির্মাণে বড় অঙ্কের অর্থ দাবী করেন। ফলে এক সময়

আইডিয়াটি বাস্তবায়নের বিষয়ে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় বিষয়টি নিয়ে আমি আমার চট্টগ্রাম বিভাগের মেন্টর জনাব শেখ কামাল হোসেন (উপ-নিবন্ধক) স্যারের সাথে আলোচনা করি। তিনি আমাকে উৎসাহের পাশাপাশি আইডিয়াটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

টেকসইকরণে গৃহিত ব্যবস্থা: সক্রিয় সমবায় সমিতিতে রেপ্লিকেটিং করা হলে প্রকল্পটি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করা সম্ভব। এর মাধ্যমে সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক আমূল পরিবর্তন হবে। এতে করে সমিতির সদস্যরা সহজেই তাদের সমিতির হিসাব-নিকাশ জানতে পারবে। পাশাপাশি তাদের জমাকৃত শেয়ার-সঞ্চয় এর হিসাবও মূহুর্তে জানতে পারবে এবং সমিতির সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে। ফলে সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা পাবে, অনিয়ম ও আত্মসাৎ রোধ করা যাবে এবং সমিতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সমিতিগুলো টেকসই ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। প্রকল্পটি টেকসই করার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। প্রকল্পটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে সমিতিসমূহের যথাসময়ে বার্ষিক অডিট সম্পাদন ও নিবিড় মনিটরিং করা সম্ভব হবে। এতে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দাপ্তরিক ব্যয়ও অনেকটা কমে আসবে। মাঠ পর্যায়ে সকল সক্রিয় সমবায় সমিতিসমূহে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পটি দীর্ঘমেয়াদে অধিকতর টেকসই করা সম্ভব হবে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা/ এই উদ্যোগ কি কি কল্যাণ বয়ে এনেছে :

উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সমিতির হিসাব সংরক্ষণে অর্থ ও সময় সাশ্রয় হয়েছে। সমিতির অডিট ও মনিটরিং কার্যক্রম সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। সমিতির সদস্যরাও কম ভোগান্তিতে তাঁদের হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করার পাশাপাশি সঠিক ও স্বচ্ছতার সাথে নির্ভুলভাবে হিসাব পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমিতির নীট লাভও বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত আইডিয়াটি বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে বিভিন্ন সমিতির প্রায় ১২,০০০ সদস্য সরাসরি উপকৃত হচ্ছে।

উদ্ভাবনটি দেশব্যাপী সফলভাবে রেপ্লিকেটিং-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা গেলে সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতার পাশাপাশি আর্থিক অনিয়ম দূর হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও সমবায় বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে বিশেষ করে অডিট, পরিদর্শন/তদারকি তথা সার্বিক মনিটরিং কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সমবায় বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ পালন করতে সক্ষম হবে।

প্রকল্পের গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল :

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV এর আলোকে)

(TCV এর আলোকে)	প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV এর আলোকে)		অর্জিত ফলাফল
	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	
ক) সময় (প্রতিমাসে)	১০০ কর্মঘন্টা	২৫ কর্মঘন্টা	৭৫ কর্মঘন্টা সময় বাঁচবে
খ) খরচ (প্রতিমাসে)	২৫,০০০/-টাকা	১০,০০০/-টাকা	১৫০০০/-টাকা ব্যয় কম হবে
গ) যাতায়াত (প্রতিমাসে)	০৩ বার	০১ (এক) বার	০২ বার যাতায়াত কম লাগবে

এছাড়াও সমবায় সমিতিসমূহের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠিত হবে। সদস্যগন অন-লাইনের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই সেবা পাবে। সমবায় বিভাগের কাজে গুণগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

<u>উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি :</u>

উদ্যোগ বাস্তবায়নে সমবায় সমিতি ও সমবায় অধিদপ্তরের সমন্বয়ে উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উদ্যোগটি বাস্তবায়নে স্থানীয় সেবা গ্রহীতাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য, স্বভাবতই উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগী তথা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি লক্ষণীয়।

সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ তথা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিতরা জানান যে, উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে অতি অল্প সময়ে তারা সমিতির সকল হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে পারছে, এক্ষেত্রে তাদের সময় ও অর্থ অনেকাংশে সাশ্রয় হয়েছে, এছাড়াও সমিতির সদস্যগণ চাহিবা মাত্র তাদের সকল হিসাবপত্র পাওয়া সম্ভব হচ্ছে, এর মাধ্যমে সমিতি তাদের প্রয়োজনীয় সকল হিসাবপত্রাদি ও আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ নির্ভুলভাবে পাওয়া যাচ্ছে, ফলে সমিতির কার্যক্রমে অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রচলিত পদ্ধতির পবরবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করার ফলে সমবায় সমিতিসমূহ সহজেই তাদের আর্থিক বিবরণীসমূহ অডিট সম্পাদনের লক্ষ্যে যথাসমেয় অডিট অফিসার বরাবর উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এতে অডিট অফিসারদের সহজেই সমবায় সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে সমিতির অডিট কার্যক্রমে সময় ও অর্থ অনেকাংশে সাশ্রয় হয়েছে। যথাসময়ে অডিট সম্পাদন হওয়ায় সমিতির সদস্যগণ কম ভোগান্তিতে তাহাদের নিরীক্ষিত হিসাব পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এতেকরে সরকারের রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় অনেকাংশে সহজতর হয়েছে এবং রাজস্ব আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

টিসিভি

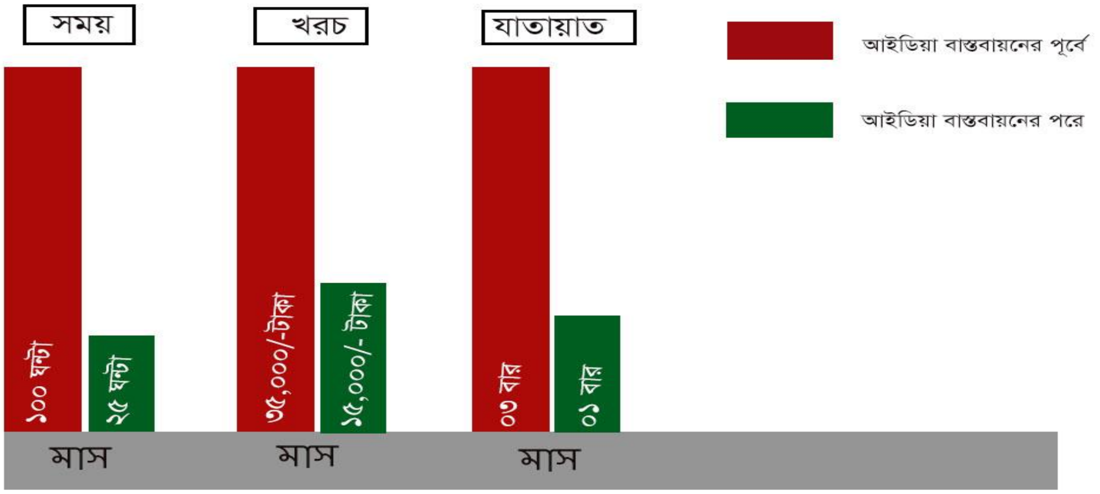

ইনফোগ্রাফিক্স

এটুআই এর বিভিন্ন ইনোভেশন প্রোগামে অংশগ্রহনের ছবি

২.১.৪ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ সমবায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (www.coopmanagedev.com) শীর্ষক একটি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সমবায়ীদের অনলাইন সেবা প্রদান। (রেপ্লিকেটিং)

পটভূমিঃ সমবায় সমিতিগুলোর পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে এর ব্যবস্থাপনা কমিটি। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যবস্থাপনা কমিটি সঠিক সময়ে ও যথাযথ পদ্ধতিতে পুর্ণগঠন হয় না। উল্লেখ্য যে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়া সংক্রান্ত বিদ্যমান পদ্ধতিতে কোন তাগাদা দেয়ার ব্যবস্থা না থাকায় অসচেতনভাবে কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, বৈধ কমিটি সমিতিতে না থাকায় সমিতির কার্যক্রমে অস্বচ্ছতার ফলে হতাশা দেখা যায়। এছাড়া সহজ পদ্ধতিতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা না থাকায় যথা সময়ে এ,জি,এম ও লভ্যাংশ বিতরণ হয় না, একইভাবে সহজ ও তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা না থাকায় অডিট সম্পাদনের ক্ষেত্রে নোটিশ প্রেরণসহ ইত্যাদি কাজে এবং প্রশিক্ষণ ও সাধারণ পত্র যোগাযোগে অধিক সময় ও সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে বারবার যাতায়াতের ক্ষেত্রে অধিক অর্থ ব্যয় হওয়ায় এক সময়ে সমিতির সদস্যরা আগ্রহ হারিয়ে সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে। সমিতিগুলোর এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং অনলাইনভিত্তিক সহজে সেবা প্রদান করে সমিতিগুলোকে হালনাগাদ বৈধ কমিটি গঠন, নিয়মিতভাবে বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠান ও লভ্যাংশ বিতরণ, সহজে অডিট, প্রশিক্ষণ ও অন্য যে কোন জরুরি মেসেজ প্রদান করে সমিতির আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মূলত এ অনলাইনভিত্তিক সেবা প্রদানের সফট্ওয়ারটি তৈরী করা হয়।

চ্যালেঞ্জ ও অনুপ্রেরণা

একজন নির্ভরযোগ্য ও সমবায় সমিতির কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভে আগ্রহী ফ্রিল্যান্সার কে খুজে বের করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। এ-ক্ষেত্রে a2i এর প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান হতে একজন ইনোভেটর হওয়ার ইচ্ছা থেকে একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভযোগ্য ফ্রিল্যান্সার জনাব মোঃ নাসিম এর সন্ধান পাই। তাঁকে সফটওয়্যার তৈরীর বিষয়ে প্রস্তাব দিলে তিনি রাজী হন এবং দীর্ঘ প্রায় ৩/৪ মাস যাবত ‘‘সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন’’ এর গৃহীত আইডিয়াটি সম্পর্কে ব্যাপক ধারনা শেয়ার এর মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্যগনের কাঙ্খিত সেবা প্রদানের এ সফটওয়্যারটি তৈরী করা সম্ভব হয়। প্রকল্পটি পুরাপুরি ভাবে আমার সার্ভিস সম্পকিত। যেহেতু সমবায় কর্মকর্তাগনের কাজের অথবা সমবায় সমিতি গুলোকে মনিটরিং/ সেবা প্রদানের মুল উপাদান যেমন- (ক) নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা,(খ) নিয়মিত এজিএম ও লভ্যাংশ বন্টন,(গ) হালনাগাদ অডিট সম্পাদন, প্রশিক্ষন সহ অন্যান্য গুরুত্বপুর্ন কাজ সম্পাদন এর সবক’টি উপাদানই এ সফটওয়্যার-এ রয়েছে, আর সে কারনেই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে সমিতির কাজ মনিটরিং করাও অতি সহজ হয়েছে,কাজেই প্রকল্পটি টেকসই হওয়া সম্ভব।সফট্ওয়ারটি যে কোন স্মার্ট ফোনে ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় মূল এডমিন (জেলা সমবায় অফিসার) ও সহযোগী এডমিন (উপজেলা সমবায় অফিসার) যে কোন স্থান থেকেই অতি সহজেই অল্প সময়ের মধ্যেই জেলার বা উপজেলার সমবায় সমিতিগুলির সর্বশেষ অবস্থা দেখে তাৎক্ষনিকভাবে সমিতির সাথে মোবাইল ফোনে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে:

সহজ পদ্ধতিতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা না থাকায় নির্ধারিত সময় ও যথাযথ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন হতো না। ফলে কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে বৈধ কমিটি থাকে না, কমিটিতে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, মামলা মোকদ্দমা সৃষ্টি হয়, সদস্যদের আস্থা কমে যায়, সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে। একইভাবে সহজ পদ্ধতিতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা না থাকায় যথা সময়ে এ,জি,এম ও লভ্যাংশ বিতরন হতো না এবং অডিট সম্পাদনের ক্ষেত্রে নোটিশ প্রেরণসহ ইত্যাদি কাজে এবং প্রশিক্ষণ ও সাধারণ পত্র যোগাযোগে অধিক সময় ও সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে বারবার যাতায়াতের ক্ষেত্রে অধিক অর্থ ব্যয় হওয়ায় এক সময়ে সমিতির সদস্যদের আস্থা কমে গিয়ে সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়তো। নির্মিত সফটওয়ারে এডমিন সাইট হতে অনলাইনে সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমিটির

মেয়াদ ও এ.জি.এম ও অডিট সংক্রান্ত তিনটি Standard ম্যাসেজ (পরিবর্তন যোগ্য) এন্ট্রিসহ একটি সাধারন ম্যাসেজ বক্স রয়েছে। মূলত: এটি ডিজিটাল নির্বাচনী ক্যালেন্ডার হিসেবেও কাজ করছে। প্রত্যেক সমিতির কমিটির মেয়াদের দিন Auto count down হচ্ছে এবং ৯০ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি / সম্পাদক এবং অফিস কর্মকর্তার এন্ট্রি দেয়া তিনটি) ফোন নম্বরে কমিটি পূনর্গঠন করার প্রস্তুতি গ্রহণের ম্যাসেজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচ্ছে। এই ম্যাসেজ সমিতির সভাপতি/সম্পাদকের পাশাপাশি কর্মকর্তার ফোন নম্বরে যাওয়ার ফলে তিনি মোবাইল ফোনে কিংবা হার্ড কপি প্রেরণ করে পুনরায় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তাগাদা দেয়া হচ্ছে। কমিটির মেয়াদ সংক্রান্ত ম্যাসেজ পরবর্তী যে কোন সময়েও একাধিকবার প্রেরণ করা যায়। এ-ছাড়া এ.জি.এম, লভ্যাংশ বিতরন ও অডিট সংক্রান্ত এমনকি অন্য যে কোন জরুরী ম্যাসেজ সমিতির সভাপতি/ সম্পাদক বরাবরে তাৎক্ষনিক প্রেরণ করা হচ্ছে। মেয়াদ শেষ হওয়া সমিতিগুলির ক্ষেত্রে কমিটির মেয়াদ Expried প্রদর্শনের ফলে ঐ সমিতিগুলির অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন সহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে সমিতিগুলিকে সচল করা সম্ভব হচ্ছে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া / অনুভূতি:

এ প্রকল্পের মূল উপকারভোগী বা অংশীজন হচ্ছে সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ। এই সেবা প্রদানের সাথে জড়িত উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাসহ, সহ:পরিদর্শক গণ, মেন্টর যুগ্ম-নিবন্ধক স্যার এবং সর্বপোরি সমবায় অধিদপ্তরের মাননীয় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাগণকে সফটওয়ারটি ব্যবহারের সম্মুখ ধারণা প্রদান করা হয়েছে। সীমিত আকারে সমবায়ীগণের মাঝেও প্রচার – প্রকাশনা চালানো হয়েছে। অনলাইন এ সেবায় সমবায় সমিতির সদস্যরা দারুনভাবে খুশি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্ণিমানে সমবায় সমিতিতে এ ডিজিটাল সেবাপ্রাপ্তীতে তারা একটি চেতনা খুজে পেয়েছে। সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন হচ্ছে। কোন কোন সময়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরাও এই নির্বাচন ও এজিএম এবং লভ্যাংশ বন্টনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন।

টিসিভি

প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে (T C V এর আলোকে)

বিবরণ	সময় (T)	খরচ (C)	যাতায়াত (V)	মান (Q)
নির্বাচন	৫-১০ দিন	১০০ - ৫০০/-	১-৩ বার	manual
অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন	৫-১০ দিন	১০০ - ৫০০/-	১-৩ বার	manual
এজিএম	৫-১০ দিন	১০০ - ৫০০/-	১-৩ বার	manual
অডিট	৫-১০ দিন	১০০ - ৫০০/-	১-৩ বার	manual
অন্যান্য	৫-১০ দিন	১০০ - ৫০০/-	১-৩ বার	manual

প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে(বর্তমানে) (T C V এর আলোকে)

বিবরণ	সময় (T)	খরচ (C)	যাতায়াত (V)	মান (Q)
নির্বাচন	০ দিন	২/-	০ বার	digital
অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন	০ দিন	২/-	০ বার	digital
এজিএম	০ দিন	২/-	০ বার	digital
অডিট	০ দিন	২/-	০ বার	digital
অন্যান্য	০ দিন	২/-	০ বার	digital

অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না সমিতির কমিটি পুনর্গঠনসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সার্বিক যোগাযোগ এর ক্ষেত্রে এ সফট্ওয়্যারটি একটি কার্যকর ভুমিকা পালন করবে বলে বলে আমার বিশ্বাস। কম্পিউটার ও ল্যাপটপ ছাড়াও শুধুমাত্র স্মার্ট ফোনে ডাটা এন্ট্রিসহ সকল প্রক্রিয়া এ সফট্ওয়্যারটিতে করা সম্ভব। কমিটির মেয়াদ সংক্রান্ত ম্যাসেজ পরবর্তী যে কোন সময়েও একাধিকবার প্রেরণ করা যেতে পারে। এ-ছাড়া এ.জি.এম, লভ্যাংশ বিতরন ও অডিট সংক্রান্ত এমনকি অন্য যে কোন জরুরী ম্যাসেজ সমিতির সভাপতি/ সম্পাদক বরাবরে তাৎক্ষনিক প্রেরণ করা যাচ্ছে।

ইনোভেশন সংক্রান্ত সফটওয়্যারের ছবি (এডমিন সাইট):

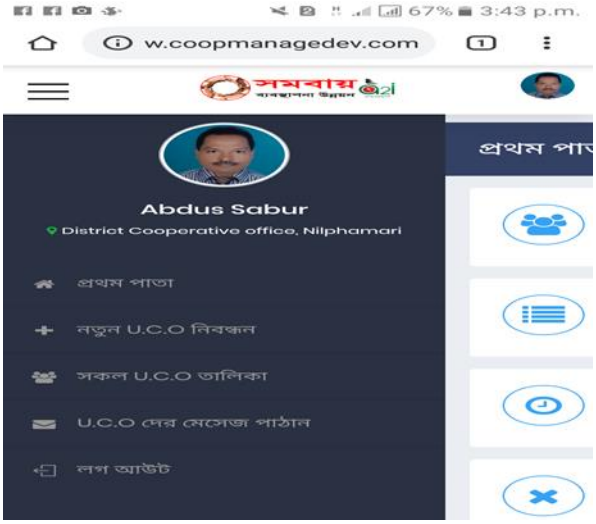

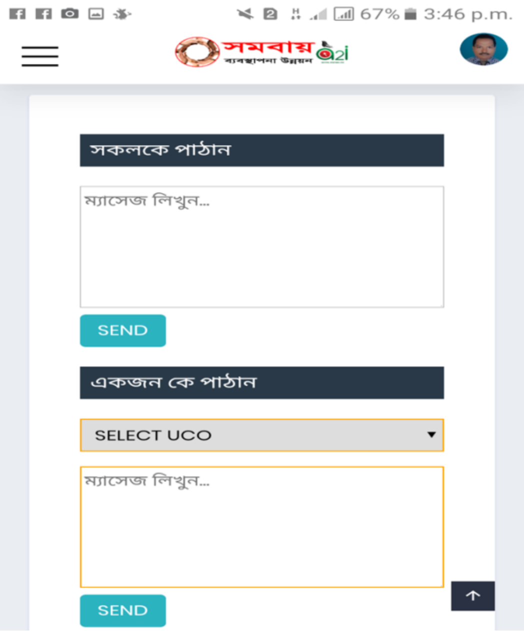

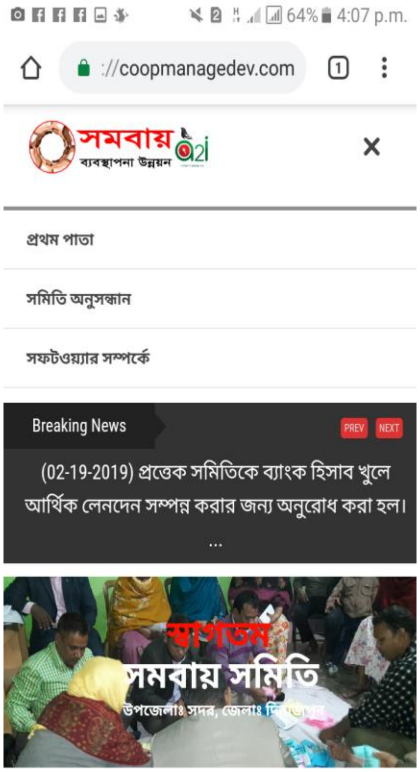

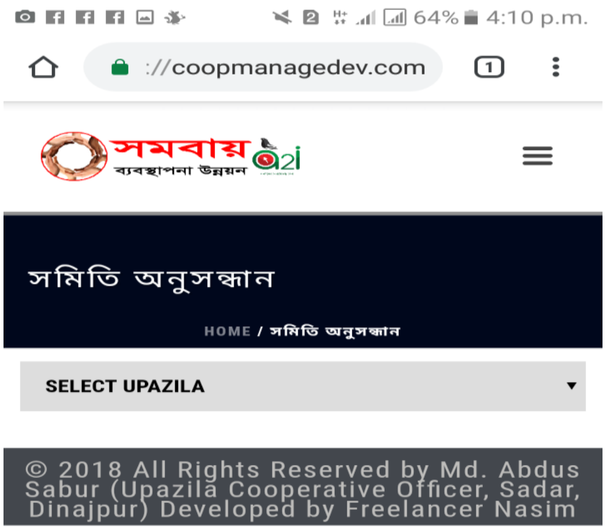

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

সদস্য / সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
(১) মো: আব্দুস সবুর, উপ-সহকারী নিবন্ধক ও জেলা সমবায় অফিসার(ভা:প্রা:), জেলা সমবায় কার্যালয়, নীলফামারী - দলনেতা ও ইনোভেটর ও প্রাক্তন উপজেলা সমবায় অফিসার, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর। ফোন : ০৫৫১-৬১৩৮১, মোবাইল : ০১৭১৬-৩৩৪৫৮০, ই-মেইল: sabur7864@gmail.com (২) উপজেলা সমবায় অফিসার, সদর, নীলফামারী - সদস্য (৩) উপজেলা সমবায় অফিসার, ডোমার, নীলফামারী - সদস্য (৪) উপজেলা সমবায় অফিসার, ডিমলা, নীলফামারী - সদস্য (৫) উপজেলা সমবায় অফিসার, জলঢাকা, নীলফামারী - সদস্য (৬) উপজেলা সমবায় অফিসার, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী - সদস্য (৭) উপজেলা সমবায় অফিসার, সৈয়দপুর, নীলফামারী - সদস্য	 ইনোভেশন সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভায় টিমের ছবি

২.১.৫ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সফল সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠাকরণ।

পটভূমিঃ প্রত্যেক সমিতির জন্য আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সমবায়ীগন সমবায় সমিতির সকল কার্যক্রমে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে সমিতিকে একটি সফল সমবায় সমিতিতে রুপান্তর করতে পারবে।

বিদ্যমান সমস্য/ চ্যালেঞ্জসমূহ

ক) প্রশিক্ষণের জন্য সমবায় সমিতি নির্বাচন করা।

খ) প্রশিক্ষণে সমবায়ীগণের কোন ভাতা না থাকায় প্রশিক্ষণ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ।

গ) প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব

অনুপ্রেরণার উৎস

প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সমিতির সদস্যগণ দক্ষ সমবায়ী হিসেবে গড়ে উঠবে এবং দক্ষতার সাথে সমবায় সমিতি পরিচালিত হবে।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল :

এ উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নের ০১ টি করে সমবায় সমিতির সকল সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল : প্রাথমিক ভাবে একটি ইউনিয়নের কয়েকটি সমিতিকে প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ খাতে কোন বাজেট বরাদ্দ না থাকায় অফিসের খাত হতে অল্প টাকা খরচের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদন। তাছাড়া জেলা ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে উপজেলার স্বল্প সংখ্যক সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষনের ফলে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত সদস্যগণ সমবায় সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করায় বাস্তবে প্রতিফলন ঘটছে।

টেকসইকরনে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ : সমিতির প্রতিটি সদস্য সমবায় সম্পর্কে সঠিক ধারনা থাকে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের অগোচরে কিছু করতে পারবে না। নিয়মিত তদারকি করবে এবং সমিতির লভ্যাংশ সঠিক ভাবে সকল সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা সম্ভব হবে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে

প্রত্যেক সমিতির জন্য আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সমবায়ীগন সমবায় সমিতির সকল কার্যক্রমে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে সমিতিকে একটি সফল সমবায় সমিতিতে রুপান্তর করতে পারবে। প্রাথমিক ভাবে একটি ইউনিয়নের কয়েকটি সমিতিকে প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ খাতে কোন বাজেট বরাদ্দ না থাকায় অফিসের খাত হতে অল্প টাকা খরচের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদন। তাছাড়া জেলা ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে উপজেলার স্বল্প সংখ্যক সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষনের ফলে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত সদস্যগণ সমবায় সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করায় বাস্তবে প্রতিফলন ঘটছে।

সুদূরপ্রসারী কী কী অবদান রাখবে : প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়নের আদেশ জারী করলে এবং প্রশিক্ষণের জন্য সঠিক সমবায় সমিতি নির্বাচন করলে সমবায়ীগণের সেবা গ্রহণ আরও সহজতর হবে। এ প্রকল্প সঠিক ভাবে বাস্তবায়ীত হলে সরকারের যে ভিশন বা লক্ষ্য সহজে পুরন হবে বলে মনে করি।

টিসিভি

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV এর আলোকে)	সময়	খরচ	যাতায়াত	অর্জিত ফলাফল
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১০ দিন	৫০০০/-	১০বার	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সময়, খরচ , যাতায়াত সকল ক্ষেত্রেই হ্রাস পাবে। সেবাগ্রহীতাগন স্বল্পসময়ে তাদের কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তিতে সক্ষম হবেন।
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০৪ দিন	২০০০/-	০৪বার	
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	০৬ দিন	৩০০০/-	৬বার	

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/ অনুভূতি

সমিতি কর্তৃপক্ষ খুবই ইতিবাচক ভাবে প্রকল্পটি গ্রহন করছে এবং সমিতির সদস্যগণ সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার বিষয়ে ধারনা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সমবায়ীগণ এ ধরনের প্রশিক্ষণে উৎসাহী হয়ে সমিতির কার্যক্রমে আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালনা করছে বলে অনুভূতি প্রকাশ করছে।

অংশীজনে ভূমিকা :

অংশীজন	ভুমিকা
উপজেলা পরিষদ	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতা।
জেলা সমবায় দপ্তর	উদ্যোগ বাস্তবায়নের আগ্রহ প্রকাশ ।
বিভাগীয় সমবায় দপ্তর	উদ্যোগ গ্রহনে উদ্ধুদ্ধ হতে যাবতীয় কাজে সহায়তা প্রদান ।

টিভিসি/ গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি

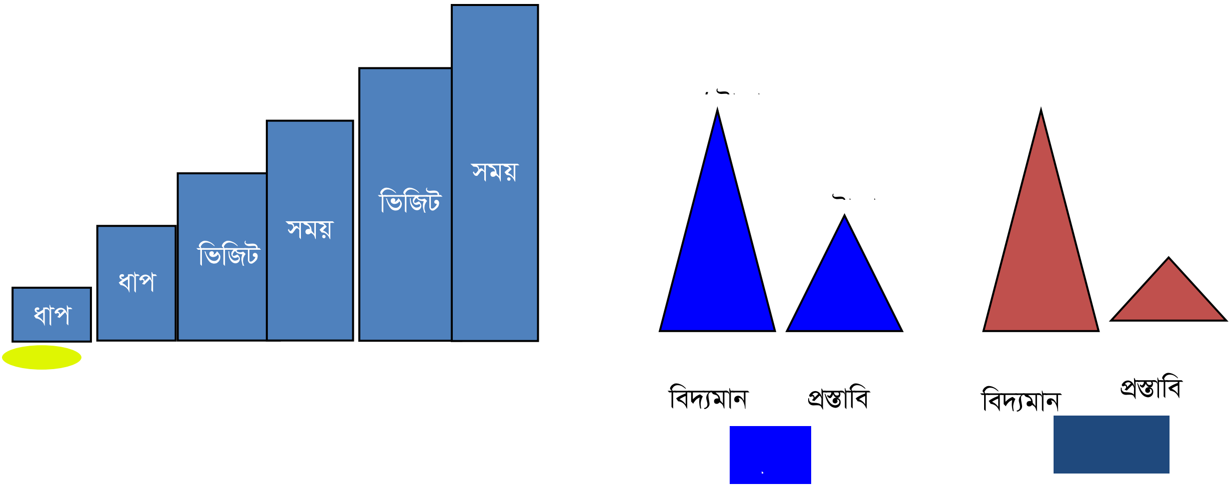

৩নং জলসুখা ইউ/পি ,আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ এ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিমঃ

সদস্য/ সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
০১। সৈয়দ হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার , হবিগঞ্জ। ,আজমিরীগঞ্জ ০২। হীরেন্দ্র চন্দ্র দাস, সহকারী পরিদর্শকউপজেলা , হবিগঞ্জ। ,আজমিরীগঞ্জ ,সমবায় কার্যালয় ০৩। দুলাল দেবরায়, সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।	 মধ্যে উপজেলা সমবায় অফিসার,আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ ডান ও বাম পাশে ০২ জন সহকারী পরিদর্শক

২.১.৬ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ মৎস্যজীবী সমবায়ের জলমহালে অংশগ্রহণে সহায়তা।

পটভুমিঃ হাওড় অঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলের জনসাধারণ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বসবাসকারী লোকজন সকলেই স্থানীয় হাওড় বিল বাদল ও সরকারী জলমহাল ইজারা গ্রহনের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও বিপনণের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। বসবাসকারী জনসাধারণ অত্যন্ত সহজ সরল ও গরীব । এ সকল লোকজনকে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য স্থানীয় সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে উদ্ভুদ্ধ করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে বিভিন্ন আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। জলমহাল ইজারার সময়ে যখন স্থানীয় ইউএনও অফিস হতে জলমহাল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় তখন তারা স্থানীয় প্রভাবশালী মহল ,মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের দৌরত্বের শিকার হয়। এতে অর্থের অপচয়,সময় ক্ষেপন ও হয়রানীর শিকার হয়। তারা জলমহালের নিয়ন্ত্রন নিতে পারে না । মধ্যস্বত্বভোগীরা জলমহালে ভাগ বসায়। সরাসরি এই বিষয়টি দাগ কাটে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসের কারণে সঠিক সময়ে ইজারা বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ে ইজারায় অংশগ্রহন করতে না পারলে বেকার হয়ে পরে। জলমহাল ইজারায় চাহিত তথ্যাদি সঠিক ভাবে জমা দিতে পারলে সুহজেই মৎস্যজীবী সমিতি ইজারা পেতে পারে। এতে সমিতির লোকজনের দারিদ্রতা ও সময়ক্ষেপন হ্রাস পাবে এবং সমিতি গুলোর টেকসই সমবায় হিসেবে গড়ে উঠবে।

বিদ্যমান সমস্যা/চালেঞ্জসূহঃ

১। ইজারা বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত হতে পারে না।
২। সমিতির সদস্যগণ কাগজপত্রাদি প্রস্তুত করতে পারেনা।
৩। ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে চাহিত তথ্যাবলী ও শর্তাদি বুঝেনা।
৪। সভার কার্যবিবরণী লিখতে না পারা।
৫। জলমহালের রুপরেখা/ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনা।
৬। মৎস্যজীবি হিসেবে যথাসময়ে প্রত্যয়ন পত্র না পাওয়া।

খ) অনুপ্রেরণার উৎসঃ যুগ্ম-নিবন্ধক,সিলেট ও জেলা সমবায় অফিসার, হবিগঞ্জ মহোদয়।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল

১। জলমহালের কর্তৃপক্ষ ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলোকে মোবাইল ফোনে/এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়।
২। সমিতিগুলো তাদের প্রত্যাশিত জলমহালে ইজারা আবেদন করার জন্য যাবতীয় রেকর্ডপত্র নিয়ে উপজেলা সমবায় অফিসে আসে।
৩। উপজেলা সমবায় কার্যালয় যে সমিতির ফাইলে রক্ষিত তথ্যাদি যেমন-টিআইএন সার্টিফিকেট, মুসক-৮, মামলা নেই মর্মে প্রত্যয়ন ইত্যাদি কাগজপত্রাদি ফটোকপি করবে। জলমহালের জামানতের ব্যাংক ড্রাফটওশিডিউল ক্রয়ের ড্রাফট নিয়ে শিডিউল ক্রয় করে সমবায় অফিসে নিয়ে আসে । সকল মৎস্যজীবিদের এফআইডি কার্ডের ফটোকপি ও উপজেলা সমবায় অফিসারের প্রত্যয়ন নিয়ে জলমহালের রুপরেখা সহ সকল কাগজপত্র প্রস্তুত করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করে।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল

চ্যালেন্জ/অসুবিধা	কিভাবে সমাধান করা হয়েছে।
ইজারা বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত হতে না পারা।	মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে অবগতকরণ।।
ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে চাহিত তথ্যাবলী ও শর্তাদি বুঝেনা।	নিজ অফিসের অন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের মাধ্যমে।
প্রাথমিকভাবে সহকর্মীদের আন্তরিকতার অভাব	সহকর্মীদের উদ্ধুদ্ধ করন ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে।
প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব	অফিসের সম্পদ ব্যবহার ও উপজেলা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণঃ

১। জলমহালের কর্তৃপক্ষ ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলোকে মোবাইল ফোনে/এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়।

২। সমিতিগুলো তাদের প্রত্যাশিত জলমহালে ইজারা আবেদন করার জন্য যাবতীয় রেকর্ডপত্র নিয়ে উপজেলা সমবায় অফিসে আসে।

৩। জলমহালের রুপরেখা, প্রত্যয়ন,অডিট রির্পোট সহ সকল কাগজপত্র উপজেলা সমবায় দপ্তর প্রস্তুত করে সমিতির কর্তৃপক্ষের নিকট দেয়। সমিতির কর্তৃপক্ষ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে

ক) কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলোঃ প্রতি বৎসর কমপক্ষে ২০ টি সমবায় সমিতি লি এর ৪০০ সদস্য।

খ) সুদূরসারী কী কী অবদান রাখবেঃ ০১। জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাবে। ০২। আর্তিক স্বচ্ছলতা আসবে। ০৩। টেকসই সমবায় গড়ে উঠবে।

পদ্ধতি/সময়/ভোগান্তি/ব্যয়/সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১০ দিন	৫০০০	১০বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০৪ দিন	২০০০	০৪বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	০৬ দিন	৩০০০	৬বার

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

ক্রঃনং	অংশীজন	ভুমিকা
১	উপজেলা পরিষদ	উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগনের তাদের বিভাগের সেবাসমূহ প্রদানে সহযোগিতা প্রদান।
২	জেলা সমবায় দপ্তর	উদ্যোগ গ্রহনে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা।
৩	বিভাগীয় সমবায় দপ্তর	উদ্যোগ গ্রহনে উদ্ধুদ্ধ হতে শুরু করে সামগ্রীক কাজে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা।

৫। টিসিভি/গ্রাফ/ইনফোগ্রাফিকস/ছবি/ভিডিও

ক) টিসিভি বিশ্লেষনঃ টেবিল বা গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপনঃ

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১০ দিন	৫০০০/-	১০বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০৪ দিন	২০০০/-	০৪বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	০৬ দিন	৩০০০/-	৬বার

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

ক্র: নং:	সদস্য/ সদস্যদের নাম ও ঠিকানা
০১	জনাব দেবাশীষ দেব, উপজেলা সমবায় অফিসার, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
০২	জনাব আবুল কালাম আজাদ, সহঃ পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
০৩	জনাব মিহির পুরকায়স্থ সহঃ পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
০৪	জনাব জয়ন্ত লাল বীর অফিস সহকারী,কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

বা থেকে অফিস সহকারী জয়ন্ত লাল বীর,সহপরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা সমবায় অফিসার দেবাশীষ দেব ও সহকারী পরিদর্শক মিহির চন্দ্র পুরকায়স্থ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

২.২.১ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ জনবান্ধব কর্মী সৃষ্টি

পটভূমিঃ বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এই সব প্রকল্পে অফিস সহায়ক বিদ্যমান আছে। যাদের চাকুরীর শুরু থেকে কোন ধরনের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়নি। এ কারনে তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অধিক সচেতন না। সাধারন জনগন অফিসে সেবা নিতে এসে প্রথমে অফিস সহায়কের দারস্থ হন। তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করতে ব্যর্থ হন। তাই জনবান্ধব কর্মী সৃষ্টির মাধ্যমে জনবান্ধব সেবা প্রদান সম্ভব হবে এবং সেবা গ্রহিতা সরকারী দপ্তর সম্পর্কে পজিটিভ ধারনা এবং কাঙ্খিত সেবা পেয়ে ফিরে যাবে।

বর্তমান সেবাদান পদ্ধতিঃ

- নতুন ভাবে সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু।
- কর্মীদের প্রশিক্ষণ।
- ফ্রন্ট ডেক্স স্থাপন।
- সেবা গ্রহীতার আগমন।
- অভ্যর্থনা।
- সেবা গ্রহীতাদের কাঙ্খিত সেবা ডেস্কে নিয়ে যাওয়া।
- সেবা প্রদানকারীর সাথে সাক্ষাৎ(সরাসরি/মোবাইলে)
- সেবা প্রাপ্তি।
- সেবা গ্রহীতার প্রত্যাবর্তন।
- পর্যালোচনা।

উদ্ভাবকের নামঃ মোছাঃ ফারহানা জেসমিন, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।

শুরুর সময়: মার্চ/২০১৮

২.২.২ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ ডিজিটাল ট্রেনিং স্টোর হাউজ (DTSH)

পটভূমিঃ উদ্ভাবক মোঃ রজিউর রহমান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, ডিমলা, নীলফামারীর উদ্ভাবন যাত্রা শুরু বিআরডিবি'র "প্রশিক্ষণ সেবা" নিয়ে। তাঁর প্রথম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ ছিল "প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা" যেটা তিনি তাঁর পুর্বতন কর্মস্থল ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলায় সফল ভাবে পাইলটিং সম্পন্ন করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে ২৯-০৭-২০১৬ ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নভোথিয়েটার কমপ্লেক্স, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত "উন্নয়ন উদ্ভাবনে জনপ্রশাসন-২০১৬" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সামিটে তাঁকে সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সেবার মূল সমস্যা/চ্যালেঞ্জ গুলো ছিল প্রশিক্ষণ প্রদানের যুগোপযোগি ব্যবস্থাপনা না থাকা, প্রশিক্ষণের জন্য মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণ না থাকা বা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ লেকচার বা তার প্রেজেন্টশন করার মত করে উপকরণ তৈরি করার সময় না থাকা, অথবা বেশির ভাগ জায়গায় এসব ব্যবস্থাপনার লজিষ্টিক সাপোর্ট না থাকা। তাই উদ্ভাবক তাঁর প্রথম উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের পর চিন্তা করেছেন এসব সীমাবদ্ধতা কিভাবে অনেকাংশে কাটিয়ে উঠা যায় । তাই উদ্ভাবকের পরবর্তী উদ্ভাবন "ডিজিটাল ট্রেনিং স্টোর হাউজ (DTSH)" যাতে যুগোপযোগি ব্যবস্থাপনার বেশির ভাগ প্রশিক্ষণ উপকরণ এখান থেকে সরকারী/বেসরকারী সকল দপ্তরের স্টাফরা ও তাঁদের সেবা গ্রহিতারা নিতে পরেন।

এ উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বাস্তবায়নে প্রথমে বিআরডিবি'র সদর দপ্তরের ইনোভেশন টিমের সাথে যোগাযোগ করলে পুরো দেশ থেকে বাছায় করে বিআরডিবি'র শ্রেষ্ঠ ০৩ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের মধ্যে এটি একটি নির্বাচিত হয় যার

প্রেজেন্টশন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক মহোদয় নিজে উপস্থিত থেকে এটুআই কর্মকর্তাদের সাথে তদারকি করেছেন। পরে এই উদ্ভাবনটি আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপলিকেশন ও তাতে আর্থিক সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব কিছু এ উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দৃঢ় ভূমিকা রাখে। এ উদ্ভাবনটিতে আর্থিক সহযোগিতা করায় এটি টেকসইকরণে ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে (বর্তমানে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সাব-ডোমেইন ও হোস্টিং না পাওয়ায় এটি অফ-লাইনে রয়েছে) এবং একটি মোবাইল এপস্ তৈরী করা হচ্ছে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে :

সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমুহ কর্তৃক সাধারনত দেশের প্রান্তিক জনগণ সহ যাদের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যে সব বিষয়ের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কন্টেন্ট বিভিন্ন সুবিধাজনক ফরমেটে (ওয়ার্ড ফাইল, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ফাইল, পিডিএফ ফাইল, ইমেজ ফাইল ইত্যাদি) এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এসব কন্টেন্ট সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহনকারী উভয়ের কাজে লাগছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে " ডিজিটাল ট্রেনিং স্টোর হাউজ (DTSH)" প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন, মান সম্মত প্রশিক্ষণ লেকচার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি কিংবা ড্রয়িং, প্রশিক্ষণের লেকচার সিট প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের একটি বড় সংগ্রহশালা হিসেবে কাজ করছে। এতে একদিকে যেমন একজন প্রশিক্ষক DTSH থেকে কন্টেন্ট সংগ্রহ করে তাঁর প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করতে পারছেন তেমনি সংগ্রহকৃত কন্টেন্টটি তিনি তাঁর মত করেও তথ্য যোজন-বিয়োজন করতে পারছেন, অন্যদিকে একজন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লেকচার সিটটি ভবিষ্যতে হারিয়ে ফেললে DTSH হতে পূনরায় সংগ্রহ করার সুবিধাটি পাচ্ছেন। "ডিজিটাল ট্রেনিং স্টোর হাউজ" এ একজন প্রশিক্ষক নিজেও রেজিস্ট্রেশন করে তাঁর লেকচার সিট জমা দিতে পারছেন। "ডিজিটাল ট্রেনিং স্টোর হাউজ" এ প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট ছাড়াও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার ম্যাটেরিয়াল যেমন: প্রশিক্ষণার্থী হাজিরা সিট, প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরন মাষ্টাররোল, প্রশিক্ষণার্থী ভাতা প্রদানের মাষ্টাররোল, প্রশিক্ষক সম্মানী প্রদান মাষ্টাররোল ইত্যাদি সুবিধাজনক ফরমেটে পাওয়া যাচ্ছে। এ উদ্ভাবনটির সকল কন্টেন্ট তৈরিতে ইউনিকোড ফন্ট "নিকস" ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটি ডিভাইস রেসপনসিভ: অর্থাৎ এটি যে কোন কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব ও স্মার্ট ফোন বা এন্ড্রোয়েড মোবাইল ফোনে ব্যবহার করা যায়। এখন পর্যন্ত ৫০০ জন উপকারভোগী এটির সেবা গ্রহন করেছেন। এটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবার মান ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এবং প্রশিক্ষণ আগের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর হচ্ছে।

"ডিজিটাল ট্রেনিং স্টোর হাউজ" এর বিভিন্ন content এর পরিসংখান

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট অফিস	Doc. File	Ppt. File	PDF File	Image File	মোট ফাইল
০১	BRDB	১৩৩	১৩৩	১৩৩	৭৯	৪৭৮
০২	কৃষি	১২৮০	১২৮০	১২৮০	৬২০	৪৪৬০
০৩	মৎস্য	১০০	১০০	১০০	৭২	৩৭২

০৪	প্রাণিসম্পদ	২২৬	২২৬	২২৬	৭৪	৭৫২
০৫	অন্যান্য	১৩৩	১৩৩	১৩৩	৭৯	৪৭৮
০৬	প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা	২৫	--	২৫	--	৫০
	মোট ফাইল	১৮৯৭	১৮৭২	১৮৯৭	৯২৪	৬৫৯০

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতিঃ

উপকারভোগীদের প্রতিক্রিয়া অনেক পজেটিভ। এ উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বাস্তবায়ন হওয়ায় তারা তাদের প্রশিক্ষণে আরো বেশি মনোযোগি হয়েছেন। প্রশিক্ষকরা তাঁদের প্রশিক্ষণ সেবা এ উদ্ভাবনটির মাধ্যমে আরো কার্যকর ভাবে দিতে পারাই বেশ খুশি ।

	সময়	খরচ	যাতায়াত	মন্তব্য
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংগ্রহ - ১০দিন প্রশিক্ষণ - ৬০দিন মোট = ৭০ দিন	৩০০০/= টাকা (স্লাইড, ওয়ার্ড doc.ও অন্যান্য খরচ)	০৭ বার	এখানে শুধু প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংগ্রহের খরচ ও যাতায়াত কে বিবেচনা করা হয়েছে। এবং BRDB-র উদকনিক প্রকল্পটিকে উদাহরন ধরা হয়েছে।
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংগ্রহ- ০১ দিন প্রশিক্ষণ - ৬০ দিন মোট = ৬১ দিন	২৫০/= টাকা (০১ জিবি ইন্টারনেট খরচ)	০ বার	ঐ
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা প্রদানকারীর / গ্রহিতার প্রত্যাশিত সুবিধা	০৯ দিন (সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত সুবিধা হচ্ছে সেবার মান বেড়েছে)	২৭৫০/= টাকা	০৭ বার	এখানে আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা প্রদানকারীর প্রত্যাশিত সুবিধাকে TCV-তে হিসেব করা হয়েছে।

উদ্ভাবক ও বাস্তবায়ন টিমঃ

	বিবরন	টিম লিডার	সদস্য	সদস্য	সদস্য	সদস্য
টিম সদস্য:	নাম	মোঃ রাজিউর রহমান (উদ্ভাবক)	মোঃ মনিরুজ্জামান মনি	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সুব্রত সরকার পলাশ	মোঃ আহসান মাহমুদ
	পদবী	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	জুনিয়র অফিসার (হিসাব)	অফিস সহকারী	প্রোডাকশন ম্যানেজার	সহকারী পরিচালক (উদকনিক)
	ঠিকানা	ডিমলা, নীলফামারী।	ডিমলা, নীলফামারী।	ডিমলা ইউসিসিএ লিঃ, নীলফামারী।	উদকনিক প্রকল্প ডিমলা, নীলফামারী।	উদকনিক পিডি অফিস, রংপুর।
	মোবাইল	০১৭১৯-৪৬৮৬৯৭	০১৭২৩-২০৭৮১৮	০১৭৪৩-৯২২৪৪৯	০১৭১৬-২৫৯০০৫	০১৭১৮-৯৩৮৪২৩
	ইমেইল	rajiur77@gmail.com	mmonir1987@gmail.com	alamj6519@gmail.com	palash6979@gmail.com	ahasanmahmud22@yahoo.com

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

২.৩.১ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ পল্লী অঞ্চলে উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ

পটভূমিঃ বাংলাদেশে সর্বনিম্নের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের মূল কাজ হলো গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের নিকট প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহ করা। ইউনিয়ন পরিষদগুলো ১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে জনগণকে কয়েকটি গুরুত্ব সেবা দিয়ে আসছে। এসব সেবা সরবরাহের লিখিত প্রমাণগুলো সেবা ভিত্তিক রেজিষ্ট্রার বইয়ে সংরক্ষন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদগুলো আইনগতভাবে এধরণের ২২টি রেজিষ্ট্রার বই সংরক্ষণ করে। এসব রেজিষ্ট্রার হাতে লিখে সংরক্ষন করা হয়। ফলে সময় সেবা গ্রহণকারী এবং সেবা দানকারীর সময় ক্ষেপন হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের সেবা গ্রহণের জন্য জনগণকে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে যেতে হয়। এজন্য একজন সেবা গ্রহণকারী একবারের অধিক ইউনিয়ন পরিষদে যেতে হয়। যেমন: বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদগুলো নাগরিক সনদ, উত্তরাধিকার সনদ, ইত্যাদি সনদ দিয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদে বার্ডের নিয়মিত পরিদর্শন হতে দেখা যায় এসব সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন সেবা গ্রহীতাকে একবারের অধিক ইউনিয়ন পরিষদে আসতে হয়। বিষয়টি সেবা গ্রহীতাদের জন্য কষ্টকর একটি বিষয়।

অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীগুলোর জন্য সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরী করে থাকে। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এইসব তালিকা প্রণয়ন করে থাকে। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর জন্য সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরীর জন্যে নিয়মনীতি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে এসব তালিকা নিয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠি নানা সমালোচনা করে থাকে। যেমন: একটি সমালোচনা হলো এসব তালিকা জন প্রতিনিধিরা নিজেদের ইচ্ছে মতো করে, তাদের নিজেদের লোকদের সুবিধা দেয় ইত্যাদি।

সেবা প্রদান বা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরী বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সচিবদের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা এবং বিভিন্ন গবেষণা হতে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদগুলো বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। যেমন: (১) ইউনিয়ন পরিষদের জনবল কম; (২) সেবা কার্যক্রমগুলো হাতে লিখে সম্পন্ন করতে হয়, একজন সচিবের পক্ষে ইউনিয়নের বৃহৎ জনগোষ্ঠির জন্য সেবা প্রদান কাজটি সহজ নয়; (৩) ইউনিয়নের জনগণ এবং সম্পদের কোন ডাটা বেইস নাই। দারিদ্র্যতা যাচাইকে স্বচ্ছ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে সম্পদের ডাটা বা সঠিক তথ্য না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস নিয়েও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা সহজ হচ্ছেনা; (৪) ইউনিয়নের সম্পদের (মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মনুষ্য তৈরী সম্পদের) সঠিক তথ্য বা ডাটাবেইস না থাকার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নও ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ পল্লী উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করা বার্ডের কাজের একটি অংশ। এমতাবস্থায়, ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করার জন্য বার্ড ২০০৭ সালে পল্লী অঞ্চলে উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প গ্রহণ করে। বার্ডের নিজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিকভাবে

কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিন উপজেলার পূর্ব জোরকানন ইউনিয়ন পরিষদে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এসময় নিম্নলিখিত উদ্যোগ বা কাজ করা হয়ঃ

- ইউনিয়ন ডাটাবেইস তৈরী করা হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম বা সেবা সরবরাহকে স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার তৈরী ও কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদের একটি ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদের কাজে স্বেচ্ছা সেবক হিসেব সহায়তা করার জন্য ইউনিয়ন এলাকার তরুণ তরুণীদের জন্য হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রেরণার উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদকে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণে এবং দারিদ্র্যতা পর্যবেক্ষনের জন্য বার্ড ও বিআইডিএস যৌথভাবে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম ও দাউদকান্দি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে একটি ডাটাবেইস তৈরী করে। উক্ত ডাটাবেইসটির উল্লেখযোগ্য দিক হলো মাউস ক্লিকের মাধ্যমে একটি ইউনিয়নের প্রতিটি বাড়ির সামগ্রিক তথ্য সহজে পাওয়া যায়।

ই-পরিষদ প্রকল্প তৈরীর ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অনুপ্রেরণা ছিলো। এছাড়া, ই-পরিষদ প্রকল্পের উদ্যোক্তা দুই অনুষদ সদস্য ভারতের ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট (NIRD) আইসিটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট কোর্সে অংশগ্রহণ করে। উক্ত কোর্সে ভারতের অন্দ্র প্রদেশ এবং কর্ণাটকার গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যক্রমকে অটোমেশন করা, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন এবং ই-সেবা কার্যক্রম দেখার সুযোগ ঘটে। বার্ডের তৈরী ইউনিয়ন ডাটাবেইস, এবং ভারতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ই-পরিষদ প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

তবে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ বার্ডের জন্য একটি বড় প্রেরণার উৎস। বার্ড মনে করে ইউনিয়ন ডাটাবেইস তৈরী এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমকে অটোমেশন করার এই প্রকল্পটি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হতে পারে।

টেকসই করার জন্য গৃহীত উদ্যোগঃ ই-পরিষদ প্রকল্পের উদ্যোগকে স্থায়ী রুপ দেয়ার জন্য বার্ড আরো পাঁচটি উপজেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এই ইউনিয়নে বাস্তবায়ন হতে দেখা যায় এইটি একটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ই-গভার্নেন্স বাস্তবায়ন করতে হলে ভার্টিকাল ইনটিগ্রেশন (Vertical Integration) এর প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে উপজেলা পরিষদের সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে।

এজন্য, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া, কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও সদর দক্ষিণ উপজেলা, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা এবং বাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলার ২০টি ইউনিয়নের ২০জন চেয়ারম্যান এবং ২০ জন ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারী এবং ১ মার্চ, ২০১৯ সময়ে দুইদিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলেই ইউনিয়ন ডাটাবেইস এবং ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারটি নিজেদের ইউনিয়নে বাস্তবায়ন অতীব জরুরী বলে মত প্রকাশ করেন।

এই ধরণের বৃহৎ ই-গভার্নেন্স প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং তা হতে সফলতা নির্ধারণের জন্য বার্ড ২০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করছে। একটু ধীর গতির হলেও এটি বাস্তবায়ন সম্ভব বলে বার্ড মনে করে।

৩। পূর্ব জোর কানন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সচিব এই কাজে বার্ডকে সামগ্রিকভাবে সহায়তা করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারের (UPMS) মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স দিতে পেরে ইউনিয়ন পরিষদ সচিব তার কাজ সহজ হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান পূর্বে ট্রেড লাইসেন্স এর জন্য একজন ব্যবসায়ী ইউনিয়ন পরিষদে এসে ফরম নিয়ে গিয়ে পড়ে আরেকদিন জমা দিতো। তারপর তিনি চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে ট্রেড লাইসেন্স দেয়ার উদ্যোগ নিতেন। দরখাস্তের প্রয়োজনীয় অংশ রেজিষ্ট্রার খাতায় তোলার পর তিনি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর নিয়ে তারপর ট্রেড লাইসেন্স দিতেন। এটি একটি সময় সাপেক্ষ কার্য প্রণালী। কারণ, সচিবের অন্য অনেক কাজের মাঝে তিনি এই কাজটি করতেন। ফলে অন্য অনেক অগ্রাধিকার কাজ করতে গিয়ে এই কাজটি তার পিছিয়ে যেতো। সফটওয়ার হওয়াতে তিনি এখন সহজে কাজটি সম্পন্ন করতে পারছে।

তবে সফটওয়ারটির আরো উন্নয়ন করার জন্য তিনি বর্তমান প্রকল্প পরিচালককে সুপারিশ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা যায় ডাটা বেইসের সাথে UPMS সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। এরফলে অনেক বিষয় আর টাইপ করতে হবে না। যেমন ট্রেড লাইসেন্স এর সফট ফরমে ব্যক্তির নাম, পিতার নাম বা জন্ম তারিখ লিখলেই তার বাকি বিষয়গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে যাবে। একইভাবে, ফরমগুলো ওয়েবসাইটে ডাইনামিক ভাবে দেয়া থাকলে মানুষকে আর বারবার ইউনিয়ন পরিষদে আসতে হবে না।

সকল ইউনিয়ন পরিষদে ই-পরিষদ বাস্তবায়িত হলে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ একটি সামগ্রিক রুপ পাবে। সকল ইউনিয়ন পরিষদে সম্পদের ডাটা বেইস থাকলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাজেট প্রদান সহজ হবে। ভার্টিকাল ইনটিগ্রেসনের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকা প্রণয়নে স্বচ্ছতা আনয়ন সহজ হবে। UPMS বাস্তবায়ন করা হলে জনগণের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদে গমনের পরিমাণ কমবে, সময় ও অর্থ বাঁচবে।

উদ্ভাবকঃ

১। বেগম ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা, উপ-পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার), বার্ড ও প্রকল্প পরিচলক এবং প্রকল্পের মূল ডিজাইনার	
২। কাজি ফয়েজ আহমেদ, সহকারি পরিচালক (উন্নয়ন যোগাযোগ) ও সহকারি প্রকল্প পরিচালক	

বেগম ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়নে যুক্ত অনুষদ সদস্যগণ:

১। ড. শফিকুল ইসলাম, পরিচালক

২। বেগম আইরীন পারভিন, যুগ্ম-পরিচালক

৩। বেগম আফরিন খান, উপ-পরিচালক

ই-পরিষদ বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে বার্ডের পরিচালক (প্রকল্প), উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সদর দক্ষিণ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সদর দক্ষিণ), ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (পূর্ব জোর কানন ইউনিয়ন পরিষদ), তৎকালিন প্রকল্প পরিচালক (ই-পরিষদ প্রকল্প)।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় “ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান ও সচিবগনদের অবহিতকরন ও প্রশিক্ষণ’ শীর্ষক দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বার্ডের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. এম. মিজানুর রহমান।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় “ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান ও সচিবগনদের অবহিতকরন ও প্রশিক্ষণ’ শীর্ষক দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় “ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান ও সচিবগনদের অবহিতকরন ও প্রশিক্ষণ’ শীর্ষক দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের দলীয় ছবি।

২.৩.২ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ কল্যাণ ইনকিউবেটর : গ্রামীণ পোলট্রি শিল্প উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নব উদ্যোগ

পটভূমিঃ বাংলাদেশে গ্রামগুলোতে প্রতিটি বাড়ীতে হাঁস মুরগী পালন করে থাকে। অতীতে এ দেশের জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণে সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদিত হাঁস, মুরগী ও ডিম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী পোলট্রি শিল্পেও বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে এবং বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশেও বর্তমানে গ্রাম বাংলার পোল্ট্রি শিল্প গড়ে উঠছে, অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। পোলট্রি বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি র্অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তবে এ শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনার পাশাপাশি মুরগী পালন ব্যবস্থাপনার সমস্যাও রয়েছে। সমস্যাগুলোর মাঝে রয়েছে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে বাচ্চা লালন পালন, চিকিৎসা সেবাসমূহ ও ব্যবস্থাপনা। আমাদের দেশের কৃষকরা সাধারণত দেশী মুরগী দিয়ে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে থাকে এবং দেশী মুরগী এগুলো লালন পালন করে। এতে বড় সমস্যা হচ্ছে অধিকাংশ বাচ্চাই পরিচর্যার অভাবে মারা যায় অপরদিকে কাংখিত মানের এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ডিম ফুটানো সম্ভব হয় না। এতে করে কৃষরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

উল্লেতি বিষয়গুলো বিবেচনা করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী নিজস্ব উদ্যোগে স্বল্প খরচে, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের জন্য কল্যাণ ইনকিউবেটর-এর সকল পরীক্ষা সম্পন্ন করে । এই ইনকিউবেটরটি দিয়ে দেশী মুরগী, কোয়েল, টারকি, তিতি সহ সকল প্রকার উন্নত জাতের হাঁস মুরগীর ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব। গ্রামবাংলায় পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ কৃষকদের নিকট এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। ২০১৮ সালে গবেষক নিজেই উদ্যোগী হয়ে মুরগীর ডিম ফোটানোর যন্ত্রটি তৈরী করতে উদ্যোগী হন। প্রথমে নিজে তিনটি টার্কি মুরগী ক্রয় করেন তন্মধ্যে দু'টি ছিল মহিলা টার্কি এবং একটি পুরুষ টার্কি। টার্কিগুলো যখন ডিম দেয়া শুরু করলো তখনই ভাবনার সূত্রপাত। সাপ্তাহান্তে চৌদ্দটি ডিম পাওয়া গেলে ডিমগুলা নিয়ে বিপাকে পড়ে যায় এর গবেষক, কিভাবে ডিমগুলো ফোটানো যায়। এলাকায় কোন ডিম ফোটানোর মেশিন ছিল না এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডিম ফোটানোর মেশিন সম্পর্কে খোজ খবর নিয়ে জানতে পারেন অধিকাংশ মেশিন Automatic এবং ব্যয় বহুল।

বিষয়টি তাকে ভাবিয়ে তুললো, কিভাবে কম খরচে ক্ষুদ্র কৃষক বান্ধব ইনকিউবেটর তৈরী করা যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশী বিদেশী তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে নিজেই একটি ডিন ফোটানোর মেশিন তৈরীর সিদ্ধান্ত নিলেন। ২০১৮ সালের মে মাসে একটি মেশিন তৈরী করে কিছু টার্কির ডিম, দেশী মুরগীর ডিম, হাঁসের ডিম, নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ডিম ফোটানোর কার্যক্রম শুরু করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা গেল দেশী মুরগীর ডিমগুলো প্রায় ৯৫% ফুটেছে। টার্কির ডিমের ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও আদ্রতা মাপার যন্ত্র সংগ্রহ এই ইনকিউবেটরে সংযোজন করা হলে ডিম ফোটানো হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, গ্রামীন কৃষকদের জন্য ডিম ফোটানোর মেশিনটি আরও কৃষক বান্ধব করার বিয়য়টি চিন্তা করে বিদ্যুৎ না থাকলে কিভাবে ডিম ফোটানো অব্যাহত রাখা যায় সে চিন্তা করে হ্যারিকেনের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় হ্যারিকেনের তাপ দিয়ে মেশিনটি সচল রাখা এবং এতে ডিম ফোটানোর কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব।

পরিবর্তনের শুরুর কথা/ এই উদ্যোগ কি কি কল্যাণ বয়ে এনেছেঃ সফল পরীক্ষাসম্পন্ন করে মহাপরিচালক, বার্ডকে অবহিত করা হয়। তিনি বিষয়টি জেনে এবং সরে জমিনে প্রত্যক্ষ করে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এটির নাম করা হয় **"কল্যাণ ইনকিউবেটর"**।

ইনকিউবেটরটিকে ইতোমধ্যে বার্ড তার পোলট্রি খামারে ডিম ফোটানোর কাজে ব্যবহার করছে। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের পোলট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে বিষয়টি নিয়ে আর্থিক ও ব্যবহারিক আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক কৃষক তাদের বিভিন্ন জাতের মুরগীর ডিম, হাঁসের ডিম, কোয়েল পাখির ডিম, অন্যান্য প্রজাতির মুরগীর ডিম নিয়ে আসছেন ফুটিয়ে দেয়ার জন্য। কয়েকজন কৃষক ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে আমার নিকট থেকে মেশিন ক্রয় করে নিয়েছেন আবার কেউ নিজেই তৈরী করে নিয়েছেন।

কল্যাণ ইনকিউবেটরের সুবিধাসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(১) সহজ পদ্ধতিতে এটি দ্বারা ডিম ফোটানো যায়।
(২) এটি গ্রামের মানুষের সহজে ব্যবহার উপযোগী।
(৩) এটি দ্বারা পরিবেশের ক্ষতি হয় না।
(৪) স্বল্প খরচে তৈরী করা যায়।
(৫) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী।
(৬) বিদ্যুৎ না থাকলে হ্যারিকেন ব্যবহার করা যায়।
(৭) রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নাই বললে চলে।
(৮) দীর্ঘস্থায়ী।
(৯) ডিম ফোটার হার ৯৫-১০০%।
(১০) পরিচালনা পদ্ধতি খুব সহজ।

ইনকিউবেটর ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়াঃ ইনকিউবেটর ব্যবহার করে দারুণভাবে উপকৃত হয়েছেন বলে জানালেন কয়েকজন কৃষক। কয়েকজন কৃষক "কল্যাণ ইনকিউবেটর" ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে ডিম ফোটানো এবং খামার করার উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। একজন কৃষক জানিয়েছেন তিনি এই ইনকিউবেটর ব্যবহার করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি গ্রামের অনেকের উপকার করতে পেরেছেন। তিনি এটিকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড হিসাবে বিবেচনা করছেন। তিনি জানিয়েছেন অনেকে তার নিকট বিভিন্ন জাতের মুরগী এবং হাঁসের ডিম ফোটানোর জন্য এটি নিয়ে আসছেন। ডিমগুলো তিনি নিম্নোক্ত মূল্যে প্রতিটি ডিম ফুটিয়ে থাকেন।

(ক)	দেশী মুরগীর ডিম	১৫-২০ টাকা
(খ)	টার্কির ডিম	৩৫-৪০ টাকা
(গ)	হাঁসের ডিম	৩৫-৪০ টাকা
(ঘ)	অন্যান্য জাতের মুরগীর	২৫-৩০ টাকা

তিনি আরও জানিয়েছেন যারা একদিন বয়সের মুরগীর বাচ্চা পালন করতে পারেন না তাদের মুরগীর বাচ্চা একমাস বয়স পর্যন্ত লালন পালন করে নিয়ে থাকেন এবং তাতে অর্ধেক বাচ্চা তিনি নিজে রেখে দেন। এতে করে তার বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস মুরগীর জাত সংগ্রহ করা সহজ হয়। ইনকিউবেটরটি পরিচালনা খুব সহজ বিধায় এটি

কিনে বাড়তি আয় করা খুব সহজ এবং ইনকিউবেটররটি পরিচালনা ব্যয় অনেক কম বলে তিনি জানান। ইনকিউবেটরটি গ্রামীণ পোলট্রি শিল্প উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতেপারবে বলে জানান।

উদ্ভাবক ও বাস্তবায়ন টিমঃ

ড. মাসুদুল হক চৌধুরী, পরিচালক (পল্লী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

সদ্য ফোটা বাচ্চাসহ ইঙ্কিউবেটর এর ছবি

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

২.৪.১ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক পল্লী জনপদ

পটভূমিঃ বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহঃ

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের ৪০.৬% (বিবিএস,২০১৮) জনশক্তি কৃষিতে নিয়োজিত। অপরদিকে কৃষি জমির উপর নির্ভর করে ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা বর্তমানে দেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৫৬০৯৬৪.৭৫ হেক্টর (এআইএস ২০১৭) মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.০৫২ হেক্টর (এআইএস ২০১৭); বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির কারনে অপরিকল্লীতভাবে বসতবাড়ী তৈরী, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, স্কুল/কলেজ নির্মানের ফলে প্রতি বছর প্রায় ৬৮,৭০০ হেক্টর (০.৮০%) কৃষি জমি অকৃষি খাতে পরিবর্তিত হচ্ছে (এসআরডিআই ২০১৬)। দেশের ৩৬,৪০,০০০ হেক্টর আবাদি জমিতে বিদ্যমান জৈব পদর্থের পরিমাণ গড়ে ১.৭% যা আদর্শ ৫% থাকা প্রয়োজন (এসআরডিআই ২০১৬)। উল্লিখিত কারণসমূহ দেশের উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তাকে বাধাগ্রস্থ করছে।

তাছাড়া অপরিকল্লীত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নগর ও গ্রামীণ পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। অপর দিকে কৃষি জমিতে যেখানে জৈব পদার্থের পরিমাণ ৫% থাকার কথা সেখানে তা হ্রাস পেয়ে ১% নেমেছে। পচনশীল জৈব পদার্থ স্থানান্তর ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য। এখন পর্যন্ত ৫০% গ্রামীণ বসতবাড়ী জাতীয় গ্রীডের সাথে সংযুক্ত নয় (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ২০১৪)। গ্রামের বেশীরভাগ বসতবাড়ী পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। পল্লী এলাকার ঘর-বাড়ীগুলি যত্রতত্র ছড়ানো ছিটানো অর্থাৎ অপরিকল্পিভাবে নির্মিত। বাড়ীঘরগুলি পরিবেশ বান্ধব ও মানসম্মত নয়। সেচ মৌসুমে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ ঘাটতি অর্থাৎ লোড সেডিং পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত সমস্যাসমূহ বিবেচনায় এনে সমস্যাসমূহ সমাধান কল্পে গবেষণা পরিচালনা প্রয়োজন।

অনুপ্রেরণার উৎসঃ

কৃষি জমি রক্ষা এবং গ্রামাঞ্চলে উন্নত আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বিগত ২০১৩ সালে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে; সমীক্ষায় দেখা যায়-

প্রতিটি বাড়ির জন্য ৫-৬ শতাংশ এবং সংযোগ রাস্তার জন্য প্রায় ২ শতাংশ সহ মোট ৮ শতাংশ জমি অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয়। গ্রামের ৩.১০% জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহের জন্য বিদেশে অবস্থান করেন এবং তাঁরা বৈদেশিক রেমিটেন্স দেশে পাঠান। রেমিটেন্স অর্থের মূল প্রবনতাই হচ্ছে কৃষি জমি ক্রয় করে পাকা/আধা পাকা বসতবাড়ি নির্মাণ করা। অধিকাংশ গৃহে মানুষ গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির সাথে সহ অবস্থান করে; পৃথকভাবে গো-শালা ও হাঁস মুরগির খোয়াড় নির্মাণে অতিরিক্ত প্রায় ২ শতাংশ জমির প্রয়োজন হয়।

ঐ গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, বিদেশে কর্মরত জনগোষ্ঠী যারা রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বি করছেন তাদের অর্থে কৃষি জমিতে বাড়ী-ঘর নির্মাণের প্রবনতা সবচেয়ে বেশী এবং বৈদেশিক উপার্জনের

সিংহভাগ সঞ্চয় তারা গৃহনির্মাণ, কৃষি জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট এবং বাণিজ্যিক ভবন ক্রয়/নির্মান কাজে ব্যয় করে থাকেন।

১৯৬৯ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তরাজ্য সফরে গিয়ে 'মডেল ভিলেজ' পরিদর্শন করেন এবং বাংলাদেশেও তিনি এ 'মডেল ভিলেজ' ধারনাটি বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভুলে এবং সমবায় মনোভাবাপন্ন হয়ে এক ছাতার নিচে বসবাসকারীদের নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তারই বাস্তব রূপায়ন ''গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক **'পল্লী জনপদ'।**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন **"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলাদেশের মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায়।"** এছাড়াও গ্রাম ও শহরের দূরত্ব কমিয়ে আনা ছিল তার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার-২০১৮ (৩.১০) আমার গ্রাম, আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি)-১১ লক্ষ্য অর্জন। সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, সর্বোপরি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তিতে (২০২১) মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, স্বাধীনতার শতবছর পূর্তিতে (২০৭১) সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন এবং ডেল্টা প্ল্যান (২১০০) নিরাপদ ব-দ্বীপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলঃ

- দেশের প্রতিটি বিভাগে ১টি করে মোট ৭টি গ্রামে (প্রতিটি গ্রামে ২৭২টি পরিবার) পাইলটিং আকারে মোট ১৯০৪টি পরিবার নিরাপদে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায় ভিত্তিক বহুতল ভবনে বসবাসের সুযোগসৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী জনপদ বিল্ডিং নির্মাণ। বিল্ডিংটি যেন পরিবেশ evÝe হয় তা এর ডিজাইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল।
- প্রতিটি গ্রামে ২৭২ পরিবার একত্রে বসবাসের পাশাপাশি পৃথক ভবনে ৫০০টি গরু এবং ১৬১২৬টি মুরগী পালনের সুযোগ;
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নতুন টেকসই ও স্বল্প খরচের প্রযুক্তি (ফেরো সিমেন্ট ছাদ, স্যান্ডুইচ প্যানেলের রুফ টপ; পরিবেশ বান্ধব অপেক্ষকৃত কম ওজনের হলো ব্রিকস) ব্যবহার করে পল্লী জনপদ ভবন নির্মিত হচ্ছে। ফলে ভবনের নিজস্ব ওজন কম হওয়ায় ফাউন্ডেশন ব্যয় কম ও স্বল্প মূল্যে উন্নত গৃহ নির্মাণ (টাকা ১৬০৪ প্রতি বর্গ ফুট) করা;
- সকল ধরনের বর্জ্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে রান্নার কাজে জ্বালানী হিসেবে সরবরাহ করা। এছাড়াও বায়োগ্যাস স্লারি থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদিত হবে যা মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

- নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ চালনায় সোলার সিস্টেম এর প্রচলন । এছাড়াও ভবনের দক্ষিণ ছাদে স্থাপিত সোলার প্যানেল হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রতিটি বাসায় লোড শেডিং সময়কালীন ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলঃ

- ২৭২ টি গ্রামীন পরিবারকে একই ছাদের নিচে নিয়ে আসা একটি বড় চ্যালেঞ্জ;
- বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ভিন্ন ভিন্ন পেশা, আয়, ধর্ম, শিক্ষাগতযোগ্যতা ও পরিবেশের মানুষকে একই সমমনা ও একত্রে বসবাসের মনমানসিকতায় নিয়ে আসা। গ্রহনমূলক ব্যবস্থাপনা
- সমিতিভুক্ত সকল সদস্যগণ যারা কর্মক্ষম কিন্তু বেকার। তাদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত করা ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। যা পর্যাà প্রশিক্ষণ ও আরডিএ ঋণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।
- গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা ও তাদের শহরমুখি প্রবনতা হ্রাস করা আরেকটি চ্যালেঞ্জ। উদ্ভাবনীমূলক পল্লী জনপদ প্রকল্পে আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শহরমুখিতা হ্রাস পাবে।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণঃ

গ্রামের মানুষের শহরমূখী প্রবণতার মূল কারণ হচ্ছে গ্রামে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত পরিবেশ বান্ধব আবাসন সুবিধার অভাব। বছরব্যাপী কাজের অনিশ্চয়তা, কম উৎপাদন ও সস্তা শ্রমমূল্য, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুৎ সঞ্চলনের অপ্রতুলতা, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, সমবায় ভিত্তিক জন অংশগ্রহনমূলক ব্যবস্থা না থাকায় যে কোন উদ্ভাবনী টেকসই হয় না। উদ্দ্যোগটি টেকসই করণে স্বল্প মূল্যের (টাকা ১৬০৪/ বর্গ ফুট) উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মাণ খরচ কমানো, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ী মনোভাব সৃষ্টি ও বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডেরর উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি। দক্ষ জনশক্তিকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুঁজির সংস্থান (ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ) করে সাবলম্বি করে তোলা এবং ফ্ল্যাটের মূল্য পরিশোধের সক্ষমতা উন্নয়ন। ২৭২টি পরিবারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে টেকসইকরণ।

প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় টাকা ১০০.০০ লক্ষ ঘূর্ণায়মান সীড ক্যাপিটাল/পুঁজির মাধ্যমে সুফলভোগীদের সাবলম্বি করে তোলা কার্যক্রমে নিয়োজিত জনবল উক্ত ভবণের গঠিত কমিটির সম্মতিতে সকল কার্যক্রম দেখভাল করবে। তাছাড়া আরডিএ, বগুড়া পরিচালিত সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট; সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার; ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার; চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার; কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার; এবং পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার তাদের স্ব-স্ব কার্যক্রম ও দায়িত্ব পাইলটিং এলাকায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম টেকসই করণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছেঃ

কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলোঃ

পল্লী জনপদে মোট ২৭২টি সুফলভোগী পরিবারের প্রত্যক্ষভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। এছাড়া প্রতিটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে ০৫ (পাঁচ) জন হিসেবে (২৭২ পরিবার X ৫ জন X ৭ টি পাইলটিং এলাকা) = ৯৫২০ জন সদস্য প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। ফ্ল্যাটে বসবাসকারী (মালিক পরিবার) কর্মক্ষম পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের মাঝে আরডিএ ঋণ প্রদান করা হবে। ফ্ল্যাটে বসবাসকারী সদস্যদের নিয়ে কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি গঠন করা হবে। এই কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে তাদেরকে ভবিষ্যত তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত পুঁজি বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হবে। কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন পন্য বাজারজাত করে সঠিক মূল্য সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও ফ্ল্যাটে বসবাসকারী আগ্রহী সদস্যগণ পল্লী জনপদে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা পরিচালনা ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে আয় করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। যেমন- ডিপার্টমেন্টাল সপ, বুক ও স্টেশনারী দোকান, দর্জি, সেলুন, ঔষধের দোকান, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার ল্যাব, গ্রন্থাগারসহ চিকিৎসা কেন্দ্র, পোল্ট্রী ও ডেইরী টেকনিশিয়ান রুম ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

সুদূরপ্রসারী কী কী অবদান রাখবেঃ

- কৃষি জমির অপচয় রোধ হবে;
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর রিচার্জ হবে;
- সম্পূর্ণ নতুন টেকনোলজি যেমন- ফেরো-সিমেন্ট-এর ছাদ ও হলোব্লক দ্বারা নির্মিত দেয়াল তৈরী হওয়ায় টপ সয়েল পুড়িয়ে ইট তৈরী না করে এ ধরণের পরিবেশ বান্ধব গ্রীণ টেকনোলজি বাস্তবায়নে অনুকরনীয় অবদান রাখবে;
- ছাদে সোলারের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকায় জাতীয় গ্রীডে চাপ কম পড়বে;
- প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী হবে, যেখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হবে ফলে পরিবেশের উন্নতির পাশাপাশি বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের রান্নার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিদিন পাইলটিং এলাকায় ০১ টন উন্নত জৈবসার তৈরী হবে, যেখানে পরিবেশ বান্ধব কৃষি তথা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে;

পদ্ধতি/সময়/ ভোগান্তি/ব্যয়/সেবারমানে কী কী পরিবর্তন এনেছেঃ

- প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় ২৭২ টি পরিবার সমবায় ভিত্তিক একই ধারনায় একসাথে বসবাস করবেন;
- যেহেতু এ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের বসবাস থাকবে; বিধায় এখানে উচু-নিচুর কোন ভেদাভেদ থাকবে না। পাশাপাশি একে অপরের কাছ থেকে নতুন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তথ্য জানতে পারবেন;

- কমিউনিটি এ্যাপ্রোচে গরু ও মুরগী পালন করা হবে; বিধায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সকলের পাস্পারিক অংশগ্রহণে উৎসাহ যোগাবে;
- কমিউনিটিতে বসবাসের ফলে নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।
- প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় একই ছাদের নিচে সব ধরনের সেবা যেমন- দৈনন্দিন কেনাকাটা, ফার্মেসি, দর্জিদোকান, টেকনিশিয়ান, কৃষি ও প্রানী সহকারী, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, ইন্টারনেট ইত্যাদি পাওয়া যাবে। বিধায় প্রতিটি পরিবারে এবং সেই সাথে আশে-পাশের জনগোষ্ঠির ভোগান্তি, সময় ও ব্যয় বহুগুনে হ্রাস পাবে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতিঃ

- বাজারে প্রচলিত ফ্লাটের তুলনায় কম দামে (সাধ্যের মধ্যে) ফ্লাটের মালিক হওয়া।
- বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পাওয়া।
- সমবায়ভিত্তিক কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া।
- কম সুদে (সার্ভিস চার্জ) আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর ঋণ সুবিধা পাওয়া।
- ফ্লাটের বসবাসের ক্ষেত্রে বেশি নিরাপত্তার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া।
- পল্লী জনপদের ফ্লাটে বসবাস করাটা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া।
- ফ্লাটে বিভিন্ন পেশাজীবি বসবাস করায় বিভিন্ন সেবা ও কাজের ক্ষেত্রে সহজে সহযোগীতা পাওয়া এবং
- সৌর বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাসের সুবিধা থাকায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যয় হ্রাস পাওয়া।

টিসিভি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও:

টিসিভি বিশ্লেষণঃ

ইতিবাচক বিষয়সমূহ	**Time (সময়)**	**Visit (পরিদর্শন)**	**Cost (খরচ/ব্যয়)**
২৭২ টি পরিবার সমবায় ভিত্তিক একই ধারনায় একসাথে বসবাস করবেন।			এতে ব্যয়ের পরিমান কমবে।
সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বসবাস থাকবে; বিধায় এখানে উচু-নিচুর কোন ভেদাভেদ থাকবে না।	পারস্পরিক দেখাশুনার সময় কম লাগবে।	ফলে একে অপরের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক সহজ হবে।	খরচ/ব্যয় কমবে।
প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় একই ছাদের নিচে সব ধরনের সেবা যেমন- দৈনন্দিন কেনাকাটা, ফার্মেসি, দর্জিদোকান, টেকনিশিয়ান, কৃষি ও প্রাণী সহকারী, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার	সময় বাঁচবে।	কম প্রয়োজন হবে	খরচ/ব্যয় কমবে।

ইতিবাচক বিষয়সমূহ	Time (সময়)	Visit (পরিদর্শন)	Cost (খরচ/ব্যয়)
প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, ইন্টারনেট ইত্যাদি পাওয়া যাবে। বিধায় প্রতিটি পরিবারে এবং সেই সাথে আশে-পাশের জনগোষ্ঠির ভোগান্তি, সময় ও ব্যয় বহুগুনে হ্রাস পাবে।			
কমিউনিটিতে বসবাসের ফলে নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।	কম সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।		

টিভিসি (তথ্য বাতায়নে আপলোড করে লিংক উল্লেখ করুন)। www.rda.gov.bd

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিমঃ

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
মোঃ আমিনুল ইসলাম মহাপরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ নজরুল ইসলাম খান যুগ্ম-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ ফেরদৌস হোসেন খান যুগ্ম-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ দেলোয়ার হোসেন উপ-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা উপ-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
শেখ শাহরিয়ার মোহাম্মদ উপ-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ আরিফ হোসেন জুয়েল সহকারী পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড),

কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

২.৫.১ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ লিফ ভার্মি কম্পোস্ট সার

পটভূমিঃ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি ভার্মি কম্পোস্ট একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার। কিন্তু আমাদের দেশে এটি এখনো পুরাপুরিভাবে ব্যবহার শুরু হয় নাই। কারণ আমাদের দেশে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরিতে যে গোবর ব্যবহার করা হয় সেখানে কেঁচোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় না। ফলে এর উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কমে যায়। বাপার্ড এর উদ্ভাবিত লিফ ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরিতে গোবরের সাথে পাতা ব্যবহার করার ফলে সারের উৎপাদন বেড়ে যায়। সহজে পচনশীল এ পাতা কেঁচোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে। পাতার সহজলভ্যতার কারণে এটি তৈরিতে একদিকে যেমন খরচ কম অপরদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়। লিফ ভার্মি কম্পোস্ট পরিবেশ উপযোগী এবং টেকসই, যা মাটিতে পুষ্টি উপাদান প্রদান করে এবং মাটির গঠনকে ঠিক রাখে। ভবিষ্যতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কমাতে থাকবে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

লিফ ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির স্থির চিত্র

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

২.৬.১ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং অফিস অটোমেশন

উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম: এ এইচ এম আবদুল্লাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক,ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

উদ্যোগটি গ্রহণ করার মাধ্যমে কী সমস্যা সমাধান করা হয়েছে?

- রিয়েল টাইমে সকল তথ্য পেয়ে, মনিটরিং এর মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা সম্ভব হয়েছে। সুফলভোগীগন তাদের সঞ্চয় ও ঋণের তথ্য অবহিত হয়ে সন্তুষ্ট থাবছেন। সদস্য ডাটাবেজ অনুযায়ী সকল তথ্য পাওয়া যায়।এতে সময়, খরচ ও যাতায়ত খরচ কম হচ্ছে।

কী ভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে?

- এস এফডি এফ এর উদ্যোগে ডাটা সফট বাংলাদেশ লিঃ নামক সফটওয়ার কোম্পানির সাথে চুক্তি মোতাবেক ২০১৫ সালের ডিসেম্বর হতে কাজ শুরু হয়ে mis, ais কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে।

কী কী ফলাফল তৈরী হয়েছে?

১। দৈনিক ভিত্তিতে উপজলা কার্যালয় সমূহের লেনদেন কার্যক্রম মনিটরিং করে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

২। সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

৩। সদস্য পাঠিয়ে তাৎক্ষনিক ঋণ ও সঞ্চয়ের ব্যালেন্স জানা যায়।

(ক) বৃহত্তর পরিসরে পাইলটিং বা রেপ্লিকেশনের সম্ভাবনা আছে কি?(হ্যাঁ অথবা না।মন্তব্য থাকলে উল্লেখ করুন)

হ্যাঁ। ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল এলাকায় কাজ করার সুযোগ/অনুমোদন আছে।যখন উপজেলা সম্প্রসারণ করা হবে তখনই ঐ উপজেলায় অটোমেশন কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত হবে।

(খ) বৃহত্তর পরিসরে পাইলটিং বা রেপ্লিকেশনের সম্ভাবনা না থাকলে তার কারণ এবং কিভাবে উদ্যোগটিকে সংশোধন করে বৃহত্তর পরিসরে পাইলটিং বা রেপ্লিকেশন করা যায়-তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন।

বৃহত্তর পরিসরে রেপ্লিকেশনের জন্য পরবর্তী করনীয় কী কী?

উপজেলা পর্যায়ে পোষ্টিং হতে কেন্দ্র পর্যায়ে পোষ্টিং প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহনের লক্ষ্যে মোবাইল এ্যাপস ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

২.৬.২ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বৃক্ষরোপন, শাকসবজির বীজ বিতরণ ও শিক্ষা প্রণদনা প্রদানের ব্যবস্থা

পটভূমিঃ জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের কারণে অসময়ে বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, জলচ্ছাস সহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের নানা ধরনের কারণের মধ্যে বৃক্ষ নিধন তথা পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃক্ষরোপন না করা অন্যতম কারণ।আরো উল্লেখ্য যে, এ ফাউন্ডেশন পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করে থাকে এসব জনগোষ্ঠীর বৃক্ষরোপন করার মত আর্থিক সহায়তা নেই। তাছাড়া এদের মধ্যে সচেতনার অভাব রয়েছে। তাই এ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ছে।

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহঃ

আর্থিক সংকটের কারনে ফাউন্ডেশনের সকল এলাকায় উদ্ভাবনের বিষয়টি বাস্তবায়ন করা সম্ভব করা হচ্ছেনা। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান জরুরি হলেও একই কারণে দেয়া যাচ্ছে না।

অনুপ্রেরণার উৎসঃ

ফাউন্ডেশনের দক্ষিণা অঞ্চলে ৪টি জেলার ২২টি উপজেলায় সিডর ও আয়লায় অধিকাংশ সদস্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যাদের ঋণ পরিশোধের সামর্থ নেই এবং ফাউন্ডেশনের আর্থিক সংকটের কারনে এসব ঋণ মওকুব করা সম্ভব হয়না। মূলত বৃক্ষ নিধন ও বৃক্ষ রোপন না করার কারনে এসব বিপর্যয় ও দূর্যক হয়ে থাকে বিবেচনা করে সুফল ভোগিদের বৃক্ষ্য রোপন অনুপ্রেরণা হিসাবে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলঃ

১) ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ে ১টি উপজেলার ৫টি কেন্দ্রের ভালো সদস্যকে একটি করে ফলদ চারা বিতরণ ও শাক সবজির বীজ বিতরণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান।

২) বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথার কুফল সম্পর্কে উদ্ধুদ্ধকরণ।

৩) ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ে যে সকল সদস্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত পরিশোধ করে তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা পিএসসি পরিক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে শিক্ষা প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলঃ

ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ে একটি উপজেলা চিহ্নিত করা হলেও উপজেলার সকল সদস্যদের মাঝে বিতরণ না করে শুধুমাত্র একটি উপজেলার ৫টি কেন্দ্রের ভালো সদস্যকে একটি করে ফলদ চারা বিতরণ ও শাক সবজির বীজ বিতরণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণঃ

চারা রোপনের পর এগুলোর পরিচর্যা করনের বিষয়ে সদস্যদেরকে সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কেন্দ্র পরিদর্শন কালেবৃক্ষের পরিচর্যা বিষয়টি তদারক করে থাকেন।পাশাপাশি সুপার বাইজারদের নিকট হতেও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছেঃ

- কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলো
- ফাউন্ডেশনের একটি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ সদস্যদের জীবন মানের পরিবর্তন আনবে।
- সুদূরপ্রসারী কী কী অবদান রাখবে

জলবায়ু ও মাটির গুনে প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশ সবুজের সমারোহের জন্য সুপ্রসিদ্ধ । আর এ সমারোহ শুধুমাত্র গাছের সংখ্যাধিক্য সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রজাতির বৈচিত্র্যও ছিল। পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে একটি দেশের আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ এলাকায় বন ভুমি থাকা একান্ত প্রয়োজন রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগন মনে করেন কিন্তু বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় বনাচ্ছাদিত এলাকার পরিমান মাত্র ৭.৭ ভাগ এবং এলাকার ১৪ শতাংশ বনাঞ্চল। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বনভুমির যেমন বিরাট ভুমিকা রয়েছে তেমনি সুসম অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতিঃ

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানুষ নিজেকেই নিয়ে এবং কিভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় তা নিয়ে বেশ ব্যস্ত। কিভাবে খেয়ে,পড়ে ভাল ভাবে বাচাঁ যায় সেটাই হয়ে দাড়াঁয় মানুষের আসল জীবন যুদ্ধ। কিন্তু আমরা যে পরিবেশে গড়ে উঠেছি, বসবাস করছি সেই পরিবেশ বাচাঁতে কিংবা কতদিন টিকে থাকবে তা নিয়ে কি কখনো ভেবে দেখেছি। পরিবেশ টিকে থাকতে জলবায়ু, গাছপালা, পশু পাখি,মাটি ও পানি এসব উপাদানের উপর নির্ভর করে। গাছ মানুষের বেচেঁ থাকার জন্য শুধুই অক্সিজেন দেননা, পরিবেশ টিকে থাকার জন্য পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে গাছপালা অতিব প্রয়োজন।

এসএফডিএফ এর উপজেলা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ফলজ গাছের চারা বিতরণ

উপজেলা ব্যবস্থাপক কর্তৃক গাছের চারা বিতরণ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

২.৭.১ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ 'দারিদ্রতা করবো জয়' মোবাইল অ্যাপ

পটভূমি

পিডিবিএফ সুদীর্ঘ সময় ধরে গ্রামীণ অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জীবনমান পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে । পিডিবিএফ এর সকল কার্যালয়ের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার ফোন নাম্বার, চলমান কার্যক্রম/সেবা সংক্রান্ত তথ্য, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প , পিডিবিএফ এর বিভিন্ন সংবাদ ইত্যাদি তথ্য সকল কর্মীদের এবং পল্লী অঞ্চলের অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর নিকট মোবাইলের মাধ্যমে পৌঁছান সম্ভব হলে এই কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা সম্ভব।

বেশীরভাগ মানুষ কম্পিউটার ব্যবহার না করলেও স্মার্টফোন ব্যবহার করে। তাই স্মার্টফোনই হতে পারে মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেয়ার হাতিয়ার। মূলত এই ভাবনা থেকেই স্মার্টফোন ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। যথাযথ তথ্য সমৃদ্ধ বাংলায় 'ইউজার ফ্রেন্ডলি' সহজবোধ্য অ্যাপ নির্মাণ করা এক্ষেত্রে প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হসাবে গ্রহন করা হয়। কারন বাংলায় সহজবোধ্য অ্যাপ ছাড়া গ্রামীণ অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠী এবং পিডিবিএফ এর সকল পর্যায়ের কর্মীদের কাছে এই তথ্যসমূহ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে না।

বাণিজ্যিক কোম্পানির মাধ্যমে অ্যাপ নির্মাণ ব্যায়বহুল হওয়ায়, পিডিবিএফ নিজস্ব জনবলের মাধ্যমেই এই অ্যাপ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। পিডিবিএফ এর আইটি বিভাগ এই আপটি নির্মাণ করে এবং 'গুগল প্লে স্টোর'এ 'দারিদ্রতা করবো জয়' অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপটি প্রকাশ করে। বর্তমানে পিডিবিএফ এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা বর্তমানে অ্যাপটি ব্যবহার করছে এবং এর মাধ্যমে নানাবিধ সেবা গ্রহন করছে। অ্যাপটি থেকে যে সকল সেবা পাওয়া যায়,

পিডিবিএফ সম্পর্কিত তথ্য এবং পরিচিতি।

পল্লী অঞ্চলের অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পিডিবিএফ থেকে কি কি সেবা পেতে পারে সেসকল তথ্য এবং সেসকল সেবা পাওয়ার পদ্ধতি।

সকল কার্যালয়ের ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার।

উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য।

পিডিবিএফ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ।

পিডিবিএফ এর বিভিন্ন সুফলভোগীদের সফলতার গল্প।

মোবাইলে অভিযোগ বা মতামত প্রদানের ব্যবস্থা।

উদ্ভাবনটি যেসকল কল্যাণ বয়ে এনেছে

‘দারিদ্রতা করবো জয়’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সকল কার্যালয়ের ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার পাওয়া যায় এবং অ্যাপ থেকেই এক ক্লিকের মাধ্যমেই সরাসরি মোবাইলে কল করা যায়, ফলে এই অ্যাপ ব্যবহারকারীদের এখন টেলিফোন ইনডেক্স বা ডায়রি বয়ে বেড়াতে হয় না। এছাড়াও পিডিবিএফ এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা এখন মোবাইলে পিডিবিএফ সম্পর্কিত সংবাদ এবং অন্যান্য সর্বশেষ তথ্য মোবাইলেই পাচ্ছে। এই অ্যাপটি কাগুজে নিউজলেটারের বিকল্প হয়ে উঠেছে এবং এর মাধ্যমে কাগুজে নিউজলেটারের ব্যয়ভার হ্রাস করাও সম্ভব।

একজন সুফলভোগী বা আগ্রহী ব্যক্তি সহজেই এই অ্যাপের মাধ্যমে তার নিকটস্থ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ফোন নাম্বার খুজে পেতে পারেন এবং অ্যাপে দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ করে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পিডিবিএফ থেকে সেবা গ্রহন করতে পারেন। এই অ্যাপে একটি অভিযোগ/মতামত বক্স রয়েছে, যেখানে অ্যাপ ব্যবহারকারী কোন অভিযোগ বা মতামত/পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। অভিযোগ/মতামত বক্সের মাধ্যমে প্রান্তিক সেবা গ্রহণকারী সুফলভোগী বা পিডিবিএফ কর্মীর সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কানেক্টিভিটি ও মিথস্ক্রিয়া স্থাপিত হতে পারে।

ব্যবহারকারীদের অনুভূতি

এই অ্যাপের ব্যবহারকারীদের ভেতর মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ সহিদ হোসেন সেলিম জানান প্রযুক্তির আধুনিকায়নের সাথে প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানের একটি উদাহরণ এই অ্যাপটি। আইটি শাখার যুগ্ম-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এ বিষয়ে জানান , অ্যাপটি টেলিফোন ইনডেক্সের বিকল্প হয়ে উঠেছে। মাঠ পরিচালন বিভাগের যুগ্ম-পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম এই এ্যাপের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন, তিনি চান সকলেই যেন অ্যাপটি ব্যবহার করেন। পিডিবিএফ বরিশাল অঞ্চলের উপ-পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ মামুনুর জনান এই অ্যাপটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সামান্য হলেও অবদান রাখবে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের সহকারী প্রোগ্রামার মোঃ শরিফুল ইসলাম তথ্য হালনাগাদের বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। পটুয়াখালী সদর কার্যালয়ের ইউডিবিও অ্যাপ নির্মাণের এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের আইটি শাখার সহকারী প্রোগ্রামার জনাব ফজলে রাব্বী এবং সৈয়দ আনিসুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে অ্যাপটি ব্যবহার করে আসছেন। তারা জানায় অ্যাপটির বাংলা ইন্টারফেসটি অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং চমৎকার। এই অ্যাপটির ব্যবহার প্রান্তিক পর্যায়ে বাড়াতে পারলে এর মাধ্যমে সুফল বয়ে আনা সম্ভব। তবে তারা মনে করেন এই অ্যাপের প্রসার এবং পরবর্তী উন্নয়নের জন্য সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় বরিশাল বিভাগে অ্যাপটি “শ্রেষ্ঠ দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান ক্যাটাগরি” তে ১ম পুরুস্কার পায়।

ইনফোগ্রাফিক, ছবি, গুগোল প্লে ইউআরএল ও অন্যান্য

ইনফোগ্রাফিকঃ

ব্যবহারকারী ও অ্যাপের ছবিঃ

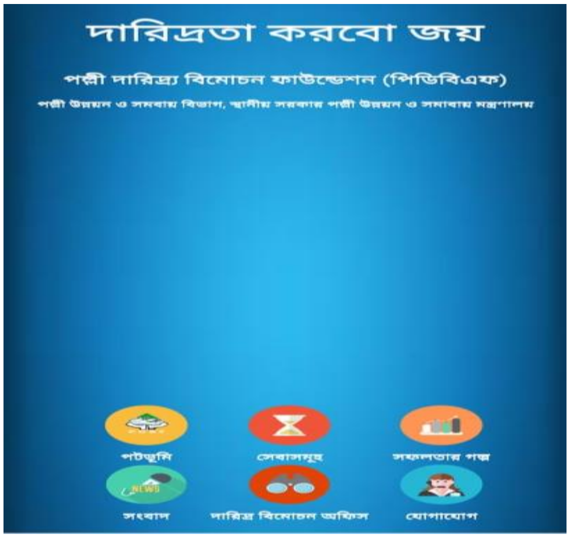

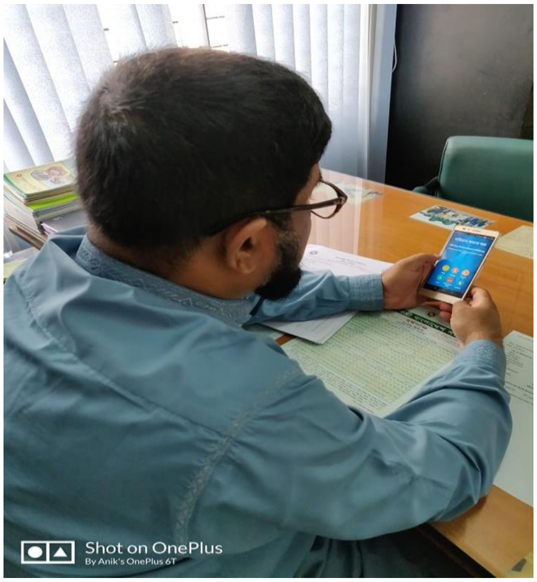

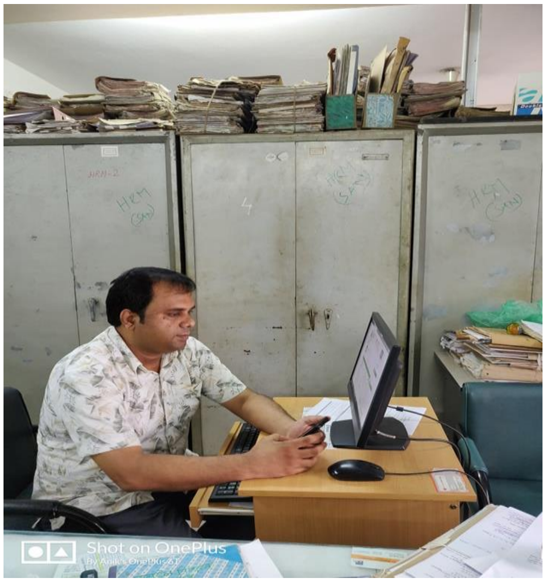

গুগোল প্লে স্টোর এ ডাউনলোড লিংক-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fazly.rabbi.pdbf.khan

৬। **উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম**

সদস্য/সদস্যদের নাম ও পদবী

১। মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম-পরিচালক,আইটি শাখা
২। ফজলে রাব্বী, সহকারী প্রোগ্রামার, যুগ্ম-পরিচালক,আইটি শাখা
৩। সৈয়দ আনিসুর রহমান, সহকারী প্রোগ্রামার, যুগ্ম-পরিচালক,আইটি শাখা

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ

২.৮.১ উদ্ভাবন উদ্যোগের শিরোনামঃ "অন-লাইনের মাধ্যমে মিল্কভিটার পণ্য সহজলভ্য করণ"

পটভুমি :

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ:

মিল্কভিটার ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের দুর্বলতার কারনে, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সমূহ সব জায়গায় পাওয়া যায়না, যার ফলে গুনোগত, নির্ভেজাল দুগ্ধ পণ্য না পেয়ে ভোক্তা সাধারন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দুগ্ধ পণ্য খেয়ে ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছে এবং পুষ্টিহীনতায় ভূগছে।

অনুপ্রেরনার উৎস:

আমার নিজের ছেলে একদিন বেড়াতে গিয়ে মিল্কভিটার আইসক্রীম না পেয়ে পোলার এর আইসক্রীম খেয়ে পেটের পৃড়ায়/ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়, যা মানুষিক ভাবে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এর পর থেকে আমি এই আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু-করি, যেন মিল্কভিটার পণ্য সবয়গায় পাওয়া যায়।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল: এই আইডিয়াটি বাস্তবায়নের জন্য ঢাকায় খিলগাও জোন কে পাইলটিং পেগ্রাম হিসাবে নেই। উক্ত এলাকার কমিশনার থেকে শুরু করে সাধারন জনগণকে নিয়ে একটি একটি অবহিতকরণ (Cascading) সভা করি। তারপর মিল্কভিটা খিলগাও নামে একটি ফেইস বুক একাউন্ট খোলা হয়। এছাড়াও উক্ত এলাকায় হাউজিং সোসাইটি গুলোতে আলাদা-আলাদা ভাবে Knock করা হয় এবং উক্ত এলাকায় কিছু বড় মসজীদের সামনে প্রতি শুক্রবারে এবং অন্য দিনে স্কুলের সামনে ভ্রাম্যমান বিক্রয়ের ব্যবস্থা করি। এছাড়া অন-লাইনে মিল্ক ভিটার পণ্য আরো সহজলভ্য করার জন্য Chaldal.com এর সাথে আলোচনাক্রমে মিল্কভিটার সকল পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থাকরা হয়।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে :

উপরে উল্লেখিত নেওয়া পদক্ষেপের কারনে উক্ত এলাকায় মিল্কভিটার দুগ্ধ পণ্যের প্রতি জনগণের ব্যপক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। জনগণ এখন সুলভ মূল্যে সহজেই গুনগত মান সম্পন্ন নির্ভেজাল মিল্কভিটা দুগ্ধ সহ অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য খেতে পারছে। উক্ত এলাকায় আগে গড়ে প্রায় ১৫০০জন ভোক্তা/জনগণের নিকট তরল দুধ বিক্রয় হতো। বর্ণীত কার্যক্রমটি গ্রহণ করার ফলে প্রায় ৩০০০জন ভোক্তা/জনগণের নিকট তরল দুধ সহজলভ্য হচ্ছে। এছাড়াও উক্ত এলাকায় অনেক জনগণ হোম ডেলীভারী এর সুবিধা পাচ্ছে। যার ফলে জনগণ একদিকে যেমন সুলভ মূল্যে নির্ভেজাল পুষ্টি সম্মত দুগ্ধ পণ্য পাচ্ছে অপরদিকে তাদের পরিবহন খরচ ও সময় বেচে যাচ্ছে এবং তাদেরকে উক্ত দুগ্ধ পণ্য ক্রয়ের জন্য বাড়তি খরচ করা লাগছেনা। উক্ত আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে উক্ত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে এবং তাদের পরীক্ষার ফলাফল ভাল হবে ও ভবিষ্যতে একটি মেধাবী জাতি গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভুতি:

উক্ত এলাকার অংশীজন/উপকার ভোগীরা সূলভ মুল্যে খাঁটি, নির্ভেজাল দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য পেয়ে খুবই খুশী এবং ভবিষ্যতে যেন এই প্রক্রিয়াটি যেন বলবৎ থাকে, পাশাপাশি অন্য এলাকাতেও যেন উক্ত আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা হয়, সে বিষয় অনুরোধ করেন। অনেকে তরল দুধ ছাড়াও অন্যান্য দুগ্ধ পণ্যের প্রচারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। উক্ত এলাকায় দোনকানদাররা মিল্কভিটা পণ্যের কমিশন বৃদ্ধির জন্যও অনুরোধ করেন।

টিভিসি/গ্রাফ/ইনফোকস্/ছবি/ভিডিও:

বিষয়	আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	ফলাফল
সময়	০৩দিন	০১দিন	০২দিন কমবে
খরচ	১০০টাকা	০০টাকা	১০০টাকা খরচ বাচে
যাতায়াত	০২বার	নাই	যাতায়াত করতে হয়না
গুণগতমান	ভেজাল দুগ্ধ পণ্য কেনা হতো	নির্ভেজাল দুগ্ধ কেনা হয়	ভেজালমুক্ত পুষ্টিকর দুগ্ধ পণ্য সহজলভ্য হয়েছে

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	গ্রুপ ছবি

০১। তোফায়েল আহম্মদ
অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সমিতি)
মিল্কইউনিয়ন

০২। সাহাকুর রহমান (সাগর)
জোন সুপারভাইজার,মিল্কইউনিয়ন

০৩। মোঃ সুমন হোসেন
সভাপতি, ডিলার, খিলগাঁও জোন
বর্ণালী সমবায় সমিতি লিঃ

০৪। মোঃ হুমায়ুন কবির (সুমন)
সাধার সম্পাদক, বর্ণালী সমবায় সমিতি লিঃ

০৫। শরীফ আহম্মেদ
ম্যানেজার, বর্ণালী সমবায় সমিতি লিঃ

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাইলট ভিত্তিতে খুলনা দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে গাভী সেবা প্রদান কার্যক্রম চলছে।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমন্বয় সভার মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ।

উক্ত কার্যক্রমটি চালুকরনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।